রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
বাড়ি নং-১৯, রোড নং-১/বি, সেক্টর-০৯
উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
www.rpcl.gov.bd

দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ
The Daily Panjeree

BPDB-RPCL Powergen Ltd
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান)
(বিপিডিবি এবং আরপিসিএলের একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি)
ঢাকা স্কয়ার (৪র্থ তলা), বাড়ি নং # ০১, রোড নং # ১৩,
সেক্টর # ০১, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
www.brpowergen.org.bd

www.dailypanjeree.com
রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৯৮ ■ ঢাকা বুধবার ■ ১৬ অক্টোবর ২০১৯ ■ ৩১ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ১৬ সফর ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা
The Daily Panjeree

শাওন ও সামশুলসহ ৫১ জনের তালিকা ধরে অনুসন্ধানে দুদক

- মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধও খতিয়ে দেখা হচ্ছে;
- প্রতিদিনই অভিযোগ আসছে, যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন নাম;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও র‍্যাবের সঙ্গে তথ্য বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বর্তমান দুই সংসদ সদস্য, যুবলীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের

ক্যাসিনো কাণ্ড

চার প্রকৌশলীসহ ৫১ জনের তালিকা ধরে চলছে অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধানের কাজ। অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসা ও সরকারি প্রকল্পে ঘুষ লেনদেনের সঙ্গে জড়িতদের সম্পদের উৎস খতিয়ে দেখতেই দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এ সিদ্ধান্ত।

নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন

সামশুল হক চৌধুরী

এছাড়া, খতিয়ে দেখা হচ্ছে তাদের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধও। সোমবার পর্যন্ত ৪৩ জনের নামের তালিকার বিষয়ে দুদকের আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তির পর মঙ্গলবার আরো আটজনের নাম যোগ হয়েছে বলে দুদকের নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এ বিষয়ে দুদকের সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত বলেন, আমরা এ পর্যন্ত ৪৩ জনের নামের তালিকা নিয়ে কাজ শুরু করেছি। তবে প্রতিদিনই ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

চট্টগ্রামের ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ও টেন্ডারবাজদের খুঁজছে র‍্যাব : পৃষ্ঠা-২

একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মঙ্গলবার রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা অনুষ্ঠিত হয় —পিআইডি

বালিশকাণ্ডে গণপূর্তের ১৬ কর্মকর্তা বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
পাবনার রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের থাকার জন্য বিছানা, বালিশ ও আসবাবপত্র কেনায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাসুদুল আলমসহ গণপূর্ত অধিদপ্তরের ১৬ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
মঙ্গলবার হাইকোর্টে আসা গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দাখিল করা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জিল্লুর রহমান স্বাক্ষরিত এ প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।
সাময়িক বরখাস্তকৃত কর্মকর্তারা হলেন- মো. শফিকুল ইসলাম, মো. আবু সাঈদ, মো. শাহিন উদ্দিন, মো. জাহিদুল কবীর, মো. রফিকুজ্জামান, সুমন কুমার নন্দী, মো. ফজলে হক, মো. রওশন আলী, মো. আমিনুল ইসলাম, মো. রুবেল হোসাইন, মো. তারেক, আহম্মেদ সাজ্জাদ খান, মো. মোস্তফা কামাল, মো. তাহাজ্জুদ হোসেন, ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দুর্নীতির অভিযোগ পেলে সিটি নির্বাচনে মনোনয়ন নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
যেসব নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাবে তারা পরবর্তী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মনোনয়ন পাবে না বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, সব দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা নেতাকর্মীদের নিয়ে দু'বার বসেছি। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি যাতে দলের নেতৃত্ব ও কোনো পদে অধিষ্ঠিত হতে না পারে।
মঙ্গলবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।
ওবায়দুল কাদের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির সাবেক ৭ এমডিসহ ২৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা

দিনাজপুর প্রতিনিধি ▸
দিনাজপুর বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে ২৪৩ কোটি ২৮ লাখ ৮২ হাজার ৫০১ টাকার কয়লা চুরির ঘটনায় সাবেক ৭ এমডিসহ ২৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার দুপুরে দিনাজপুর জেলা ও দায়রা জজ আজিজ আহমদ ভূঞা এ আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দিনাজপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের মামলা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট এম আমিনুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, চাঞ্চল্যকর এ মামলার অভিযোগপত্র গ্রহণ বিষয়ে শুনানি শেষে বিচারক বড়পুকুরিয়ার সাবেক ৭ এমডিসহ ২৩ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। চার্জশিটে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকরা প্রতিবেদনে ৫ জনের অব্যাহতির আবেদন মঞ্জুর করে বিচারক তাদের মামলার দায় থেকে অব্যাহতির আদেশ দেন। এছাড়া আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে চার্জশিটভুক্ত ২৩ আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় থানা পুলিশ কর্মকর্তাকে আদেশ দেওয়া হয়।
অভিযোগপত্রের তালিকায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্পের সাবেক ৭ এমডিসহ ২৩ জন আসামি রয়েছেন। এরা হলেন- সাবেক এমডি মাহবুবুর রহমান, আব্দুল আজিজ খান, প্রকৌশলী খুরশিদ আলম, প্রকৌশলী কামরুজ্জামান, আনিসুজ্জামান, প্রকৌশলী এসএম নুরুল আওরঙ্গজেব ও প্রকৌশলী হাবিব উদ্দীন আহমেদ। এছাড়া সাবেক মহাব্যবস্থাপক (জিএম) শরিফুল আলম, আবুল কাশেম প্রধানিয়া, আবু তাহের মো. নুরুজ্জামান ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

রিমান্ড শুনানির জন্য ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এনামুল হক আরমানকে মঙ্গলবার ঢাকার আদালতে আনা হয় —পাঞ্জেরী

১ লাখ ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ প্রকল্প অনুমোদন

ঢাকায় হচ্ছে আরও দুই মেট্রোরেল খরচ প্রায় ৯৪ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানী ঢাকা শহরে আরও দু'টি মেট্রোরেল হচ্ছে। এতে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৯৪ হাজার কোটি টাকা। মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এই দু'টি প্রকল্প পাস হয়।
নতুন দুই মেট্রোরেলের মধ্যে একটি হবে বিমানবন্দর থেকে নতুন বাজার, বাড্ডা হয়ে কমলাপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত। এর দৈর্ঘ্য হবে ৩১ কিলোমিটার। এটি ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা লাইন-১ নামে পরিচিত হবে। আরেকটি মেট্রোরেল হবে সাভারের হেমায়েতপুর থেকে আমিনবাজার, গাবতলী, মিরপুর-১, কচুক্ষেত, বনানী, গুলশান-২, নতুনবাজার হয়ে ভাটারা পর্যন্ত। এর দৈর্ঘ্য ২০ কিলোমিটার। এই রুটটি এমআরটি লাইন-৫ নামে পরিচিত হবে।
প্রথম প্রকল্পে খরচ হবে ৫২ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা। প্রথম প্রকল্পটি শেষ হবে ২০২৬ সালের জুন মাসে। দ্বিতীয় প্রকল্পে খরচ ৪১ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা। শেষ হবে ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। দু'টি প্রকল্পেই জাপানের সাহায্য সংস্থা জাইকা অর্থায়ন করবে।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকারি আবাসিকে গ্যাস সংযোগ বন্ধের পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর : পৃষ্ঠা-২
প্রধানমন্ত্রী 'কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস' উদ্বোধন করবেন আজ : পৃষ্ঠা-২

মিয়ানমারকে ৫০ হাজার রোহিঙ্গার নতুন তালিকা দিল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রত্যাবাসন চুক্তির অংশ হিসেবে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য মিয়ানমারের হাতে আরও ৫০ হাজার রোহিঙ্গার নতুন একটি তালিকা হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন। দুপুরে ঢাকায় নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত লুইন উ কে ডেকে পাঠিয়ে এই তালিকা হস্তান্তর করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগের মহাপরিচালক দেলোয়ার হোসেন এই তালিকা হস্তান্তর করেন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমরা মিয়ানমারের কাছে নতুন করে ৫০ হাজার রোহিঙ্গা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৩ অক্টোবর রাজধানীর দিলকুশাস্থ কৃষি ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং ইলেকট্রনিক গেট উদ্বোধন শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি —পাঞ্জেরী

সম্রাট ১০ দিনের রিমান্ডে, আরমান ৫ দিনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে অস্ত্র ও মাদক আইনের দুই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিন করে মোট ১০ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। এ সময় সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সহ-সভাপতি এনামুল হক আরমানকে মাদক আইনের মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
রোববার পুলিশের করা রিমান্ড আবেদনের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

হঠাৎ দেয়ালে দেয়ালে সম্রাটের মুক্তির পোস্টার! : পৃষ্ঠা-২

বুয়েটে আবরার হত্যা

মাঠ পর্যায়ের আন্দোলন স্থগিত, তবে ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নেবে না শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দৃশ্যমান অগ্রগতিতে 'সন্তুষ্ট' হয়ে মাঠ পর্যায়ের আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে আন্দোলনকারীরা। সেই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চার্জশিট দেয়ার পর দোষীদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করার আগ পর্যন্ত কোনধরনের একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেবেন না নেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছেন তারা।
মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বুয়েটের শহীদ মিনারের পাদদেশে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে এ ঘোষণা দেন ১৫তম ব্যাচের সায়েম। তিনি বলেন, 'আমরা আগামীকাল বুধবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে গণশপথের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবো।' তবে মাঠ পর্যায়ের আন্দোলন স্থগিত করলেও তাদের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকা কলেজ ছেড়েছে আবরারের ছোট ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদক কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ▸
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নিহত ছাত্র আবরার ফাহাদের ছোট ভাই আবরার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মনিরের দোষ স্বীকার, রাফাত রিমান্ডে আকাশ কারাগারে : পৃষ্ঠা-২
ভারতে পালানোর সময় আসামি সাদাত গ্রেপ্তার : পৃষ্ঠা-২

আরব আমিরাতে গেলেন প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
আবুধাবী ডায়ালগের পঞ্চম মিনিস্ট্রিয়াল কনসালটেশনে যোগ দিতে চারদিনের সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেলেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।
মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রী মঙ্গলবার সকাল দশটায় এমিরেটস এয়ার ওয়েজে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আবুধাবী ডায়ালগের পঞ্চম মিনিস্ট্রিয়াল কনসালটেশন আজ বুধবার ও আগামীকাল বৃহস্পতিবার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

নবম ওয়েজ বোর্ডের গেজেটের বিরুদ্ধে রুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত সব কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রকাশিত নবম ওয়েজ বোর্ডের গেজেট কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
মঙ্গলবার এক সম্পূরক আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট ইউসুফ আলী। রাষ্ট্রপক্ষে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিএডিসি'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

জাতির জনকের ম্যুরাল উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৩ অক্টোবর (রোববার) সকাল ১০টায় সংস্থার প্রধান কার্যালয় রাজধানীর দিলকুশাস্থ কৃষি ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং ইলেকট্রনিক গেট উদ্বোধন শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য ড. এস এম নাজমুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র পক্ষে বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ (বিএডিসি)'র সভাপতি মুহা. আজহারুল ইসলাম ও বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেন চৌধুরী।
কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পালাবদলের সম্মেলন ঘিরে স্বেচ্ছাসেবক লীগে প্রাণচাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
প্রায় ৯ বছর পর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন হতে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক লীগের। আর সংগঠনটির ঢাকা মহানগর কমিটির সম্মেলন হতে যাচ্ছে ১৩ বছর পর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নেতৃত্বের 'পালাবদলে'র এই সম্মেলন ঘিরে এরই মধ্যে নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।
কাঙ্ক্ষিত পদ পেতে এরই মধ্যে নিজেদের মেলে ধরতে নেতাকর্মীদের কাছে যাচ্ছেন পদপ্রত্যাশীরা। তবে এবার যারা পদপ্রত্যাশী তাদের প্রত্যেকের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

গোপালগঞ্জ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ডিনসহ ৭ জনের পদত্যাগ, সহকারী প্রক্টরের দায়িত্বে নতুন ৬

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বশেমুরবিপ্রবি) পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। মঙ্গলবার সারা দিনে দু'টি হলের প্রাধ্যক্ষ, একটি অনুষদের ডিন ও বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানসহ ৭ জন পদত্যাগ করেছেন। এদিকে নতুন করে ৬ জন শিক্ষককে সহকারী প্রক্টর পদে দায়িত্ব দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মঙ্গলবার সারা দিনে এসব ব্যক্তিরা পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা নিজ নিজ পদত্যাগপত্র নিবন্ধক নুরউদ্দিন আহমেদের কাছে জমা দেন। পরে এসব পদত্যাগপত্র ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কাছে পাঠানো হয়।
পদত্যাগকারীরা হলেন, স্বাধীনতা দিবস হলের প্রাধ্যক্ষ মুহাম্মদ রবি উল্লাহ ও শেখ রাসেল হলের প্রাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মেডিকেলে পাস ৪৯ হাজার ৪১৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এবারের ১০০ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বদলে গেল বাংলা বর্ষপঞ্জি

আজ ৩১ আশ্বিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বদলে গেছে বাংলা বর্ষপঞ্জি। এতদিন ৩০ দিনে গণনা করা হলেও চলতি ১৪২৬ সাল থেকে আশ্বিন মাস গণনা করা হচ্ছে ৩১ দিনে। এ হিসাবে আজ বুধবার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মানবতাবিরোধী অপরাধে ৫ রাজাকারের মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গাইবান্ধা সদর উপজেলার মো. রনজু মিয়াসহ ৫ রাজাকারের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মঙ্গলবার সকালে এই রায় ঘোষণা করা হয়। এটি ট্রাইব্যুনালের ৪০তম রায়।
বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই রায় ঘোষণা করেন। ট্রাইব্যুনালের বাকি দুই সদস্য বিচারপতি হলেন- বিচারপতি আমীর হোসেন ও বিচারপতি আবু আহমেদ জমাদার।
মামলাটি রায়ের জন্য গত ১৪ অক্টোবর ট্রাইব্যুনালের কার্যতালিকায় আসে। পরে ট্রাইব্যুনাল রায়ের জন্য মঙ্গলবারের দিন ঠিক করে দিয়েছিলেন। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্থানীয় সরকারের ১৮ অডিট রিপোর্টে ১৫ কোটি টাকার আপত্তি!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা ও উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১৮টি অডিট রিপোর্টে ১৫ কোটি টাকার আপত্তি উঠে এসেছে। বিপুল অংকের টাকার এই আপত্তি নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। অনিষ্পন্ন এই অডিট আপত্তিগুলোর ক্ষেত্রে জড়িত অর্থ দুই মাসের মধ্যে আদায় করে কমিটিকে অবহিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. রুস্তম আলী আলী ফরাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটির সদস্য মো. আব্দুস শহীদ, মো. আফছারুল আমীন, মো. শহীদুজ্জামান সরকার, সালমান ফজলুর রহমান, জহিরুল হক ভূঞা মোহন, আহসানুল ইসলাম (টিটু), ওয়াসিকা আয়েশা খান ও মো. জাহিদুর রহমান বৈঠকে অংশ নেন।
সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর প্রণীত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা ও উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১৮টি অডিট ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসসহ ৫৬ জনের বিচার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
পল্টন থানায় পুলিশের কাজে বাধা ও নাশকতার মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ ৫৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন আদালত। এ চার্জ গঠনের মধ্য দিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূর এ চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। একই সঙ্গে আদালত আগামী ৩০ ডিসেম্বর মামলাটি সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করেন।
বিচার শুরু হওয়া আসামিদের মধ্যে রয়েছেন, বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালসহ বিএনপির ঢাকা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

রাজধানীর ব্যস্ততম মতিঝিল শাপলা চত্বর এলাকায় সড়কের বেহাল দশা। ছবিটি মঙ্গলবার তোলা হয়েছে —পাঞ্জেরী

বেসিক ব্যাংক কেলেংকারি

সাবেক চেয়ারম্যানের সংশ্লিষ্টতা পায়নি দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বেসিক ব্যাংক কেলেংকারির ঘটনায় ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুর জড়িত থাকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখত।
মঙ্গলবার সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা জানান।
এর আগে গত সোমবার (১৩ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের বর্ধিত ভবনের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, 'দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে দুদক ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বালিশকাণ্ডে গণপূর্তের ১৬ কর্মকর্তা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

একেএম জিল্লুর রহমান। গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্বাভাবিক ব্যয় করার বিষয়ে তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ১৬ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া যাচাই-বাছাই ও বিল প্রদানের সঙ্গে জড়িত ১৪ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে অবসর সুবিধা ভোগকারী গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. শফিকুর রহমান রয়েছেন। বিচারপতি তারিক উল হাকিমের বিচারপতি ও বিচারপতি মো. সোহরাওয়ার্দীর হাইকোর্ট বেঞ্চে চলতি সপ্তাহে এ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। আগামী ২০ অক্টোবর এই মামলার ওপর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। গত ২১ জুলাই বালিশকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে- তা দেখতে চান হাইকোর্ট। সরকারকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়। এর আগে বালিশকাণ্ডের ঘটনায় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আরেকটি প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয়। হাজার পৃষ্ঠার ঐ প্রতিবেদনে বিছানা, বালিশ ও আসবাবপত্র কেনায় মালামালের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা ৩৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। গত ১৯ মে পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের থাকার জন্য বীনসিটি আবাসন পল্লীর বিছানা, বালিশ, আসবাবপত্র অস্বাভাবিক মূল্যে কেনা ও তা ভবনে তোলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়।

আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন জনস্বার্থে এই রিট আবেদনটি করেন। রিট শুনানির একপর্যায়ে হাইকোর্ট রুল জারি করেন এবং একই সঙ্গে এই ঘটনায় গঠিত গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেন।

শাওন ও সামশুলসহ ৫১ জনের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ আসছে। মঙ্গলবারও কয়েকজনের নাম এসেছে। নতুন নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। নামের তালিকা আরো বাড়বে।

আলোচিতদের মধ্যে রয়েছেন- জোলা-৩ আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন এবং চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে সাংসদ সামসুল হক চৌধুরী, জি কে কিন্ডার্সের স্বত্বাধিকারী যুবলীগের নেতা খোলাম কিবরিয়া শামীম, তার স্ত্রী শামীমা সুলতানা ও মা-বাবা, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট, তার বাবা ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, মা সায়েরা খাতুন ও স্ত্রী শারমিন চৌধুরী, গণপূর্তের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও সাবেক অতিরিক্ত প্রকৌশলী আব্দুল হাই, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী উৎপল কুমার দে ও নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল হালিম, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শোভন-রাব্বানী, বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, এনামুল হক ওরফে আরমান, রাজী আনিসুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোল্লা আবু কাওসার, ওয়ার্ড কাউন্সিলর এ কে এম মমিনুল হক সাঈদ ও হাবিবুর রহমান ওরফে পাগলা মিজান, গেণ্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এনামুল হক ও তার ভাই থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুপন ভূঁইয়া, কলাবাগান ক্রীড়াচক্রের সভাপতি ও কৃষক লীগের নেতা সভাপতি শফিকুল ইসলাম, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লোকমান হোসেন ভূঁইয়া ও অনলাইন ক্যাসিনোর হোতা সেলিম প্রধান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সহ-সভাপতি মুরসালিক আহমেদ এবং যুবলীগের বিভিন্ন নেতার আত্মীয় প্রশান্ত কুমার হালদার, আফসার উদ্দীন মাস্টার, আরেশা আক্তার, শেখ মাহামুদ জোনাইদ, মো. জহুর আলম, এস এম আজমল হোসেন, ব্রজ গোপাল সরকার ও শরফুল আওয়াল প্রমুখ।

যুবলীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরীর বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার বিষয়ে শোনা গেলেও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তের কথা দুদক সূত্র নিশ্চিত করেনি।

এর আগে গত ৯ ও ১০ অক্টোবর যথাক্রমে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু রেনা মো. রাজী হাসান দুদকের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। পৃথক পৃথক সভায় ক্যাসিনো ব্যবসায়ীর তালিকা ও ক্যাসিনোর মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ সম্পদের মালিকদের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য হস্তান্তর করেছে বলে জানা গেছে। অনুসন্ধান পর্যায়ে এরইমধ্যে দুদকের অনুসন্ধান টিম র‍্যাব, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআইএফইউ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), গণপূর্ত ও গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছে। বেশকিছু নথি হাতে পেলেও অধিকাংশ নথি এখনো পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে।

১৮ সেপ্টেম্বর ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। অভিযানে যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের বেশ কয়েকজন নেতার ক্যাসিনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পরপরই তাদের অবৈধ সম্পদের বিষয়টি সামনে আসে। তার পরেই দুদক তফসিলভুক্ত অবৈধ সম্পদের অপরাধ খতিয়ে দেখতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করে। সংস্থাটির পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের টিম অনুসন্ধানের দায়িত্ব পালন করছে। টিমের অপর সদস্যরা হলেন- উপ-পরিচালক মো. জাহাঙ্গির আলম, সালাউদ্দিন আহমেদ, সহকারী পরিচালক মামুনুর রশীদ চৌধুরি ও মোহাম্মদ নেয়ামুল আহসান গাজী।

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানে মানব-লগদ অর্থসহ নানা কিছু জব্দ করা হচ্ছে। আটককৃতদের মধ্যে জি কে শামীম, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট, এনামুল হক আরমান, হাবিবুর রহমান ওরফে মিজান, শফিকুল ইসলাম, লোকমান হোসেন ভূঁইয়া ও সেলিম প্রধান কারাগারে আছেন। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে পৃথকভাবে অন্তত ২০ জনের ব্যাংক ও আয়কর নথি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগেরই লেনদেন স্থগিত (জব্দ) করা হয়েছে। তারা অর্থপাচার করেছেন কি না তা খতিয়ে দেখছে এনবিআরের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্ট সেল (সিআইসি) এবং শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও র‍্যাবের সঙ্গে তথ্য বিনিময় : গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু রেনা মোহা. রাজী হাসান দুদক প্রধান কার্যালয়ে আসেন। এ সময় তিনি ক্যাসিনো ব্যবসায়ীদের অর্থ পাচার ও মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের কাছে হস্তান্তর করেন বলে কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য বলেন, 'বিএফআইইউ প্রধান আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের দেখা দেখা করেছেন। তিনি কয়েক ঘণ্টা কমিশনে ছিলেন। তবে কী বিষয়ে তারা কথা বলেছেন তা আমার জানা নেই।'

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুদকের এক কর্মকর্তা বলেন, 'বিএফআইইউ প্রধান চলমান ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য দুদক চেয়ারম্যানের কাছে সরবরাহ করেছেন। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানিলন্ডারিংয়ের আর্থিক গোয়েন্দা তথ্যও অবহিত করেছেন তিনি।'

এর আগে বুধবার র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ দুদকের প্রধান কার্যালয়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানে যাদের জড়িত থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে, তাদের বিষয়ে ঐ বৈঠকে আলোচনা হয় বলে দুদকের একাধিক কর্মকর্তা জানান।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরও মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, চিহ্নিতদের বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে দুদক।

'দুদকে বলা আছে, দুর্নীতি দমন কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারে, যে কারও ব্যাপারে।'

চট্টগ্রামের ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ও টেন্ডারবাজদের খুঁজছে র‍্যাব

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ছয়জন অনলাইন ক্যাসিনো ব্যবসায়ীর পাশাপাশি টেন্ডারবাজির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়া অন্তত ৩০ জনকে খুঁজছে র‍্যাব। মূলত ঢাকায় গ্রেপ্তার হওয়া সেলিম প্রধানের সহযোগী হয়ে এ ছয়জন চট্টগ্রামে অনলাইন ক্যাসিনো ব্যবসা এবং বাকিরা সন্ত্রাট, জি কে শামীম এবং খালেদের সহযোগী হিসাবে টেন্ডার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে তথ্য রয়েছে।

ঢাকায় ক্যাসিনো কেলেংকারির পরই চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্লাবে অভিযান চালায় র‍্যাব। কিন্তু এসব ক্লাবে অল্প কিছু জুয়ার সামগ্রী ছাড়া তেমন কিছু পায়নি। এরপরই শুরু হয় অনলাইন ক্যাসিনোর অনুসন্ধান। বিশেষ করে ঢাকায় গ্রেপ্তার হওয়া অনলাইন ক্যাসিনোর মূলহোতা সেলিমের সহযোগী হিসেবেই চট্টগ্রামের ৬ জন জুয়ার মাধ্যমে টাকা আয় করত। এর মধ্যে দু'জন শীর্ষস্থানীয় অনলাইন ক্যাসিনো ব্যবসার নিয়ন্ত্রক।

র‍্যাব-৭-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম বলেন, গেল ৭-৮ বছরে যারা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান পরিচালনা করব। সম্প্রতি নগরীতে সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টেন্ডার এবং চাঁদাবাজির হার মারাত্মকভাবে বেড়েছে। টেন্ডারবাজি করে কোটিপতি হওয়ার প্রবণতাই সমাজে অস্থিরতার সৃষ্টি করছে বলে মত সুশীল সমাজের। চট্টগ্রাম সনাকের সভাপতি অ্যাডভোকেট আকতার কবীর চৌধুরী বলেন, আগে ছিল ভিওআইপি ব্যবসা। এখন হয়েছে ক্যাসিনো, টেন্ডারবাজি, ইয়াবা ও চাঁদাবাজি। এগুলো করে অনেকে অবৈধ টাকা আয় করছেন।

বাশ্বরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এফএম ইমাম আলী বলেন, এগুলো চলতে থাকলে অন্যরা উৎসাহিত হবে এবং তারাও এই কাজ করতে থাকবে। এক সময় সমাজে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হবে। এ অবস্থায় রাজধানী ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও টেন্ডার এবং চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে র‍্যাব। সন্ত্রাট, জি কে শামীম, খালেদ এবং সেলিম প্রধানের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী কোটিপতি হওয়া অন্তত ৩০ জনের তালিকা রয়েছে র‍্যাবের হাতে। মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম বলেন, বর্তমানে যারা আত্মগোপনে রয়েছেন তাদের সংশ্লিষ্টতা আমরা খতিয়ে দেখছি। যথেষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষে আমরা তাদের গ্রেপ্তার করব। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্য মতে, নগরীতে আওয়ামী লীগ এবং যুবলীগের অনুসারী অন্তত ১৫টি সিন্ডিকেট রয়েছে। যেসব সিন্ডিকেট সমঝোতার মাধ্যমে সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর টেন্ডার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে।

দুর্নীতির অভিযোগ পেলে সিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, জাতীয় কাউন্সিল থেকেই আমাদের টার্গেট তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিতর্কিতদের বাদ দিয়ে নতুন কমিটি করা। এখন সারা বাংলাদেশে তৃণমূলের সম্মেলন হচ্ছে ও প্রস্তুতি চলছে। সব দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা নেতাকর্মীদের নিয়ে দু'বার বসেছি। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি যাতে দলের নেতৃত্বে না আসতে পারে।

দুই সিটির অনেক কাউন্সিলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে- এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অপরাধ অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একজনকে অলরেডি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও একজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে তারা পরবর্তী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মনোনয়ন পাবে না। এটা আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি। এ ধরনের অপকর্মের অভিযোগ যাদের আছে তাদের মনোনয়ন দেওয়া হবে না। যেখানে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা দুদককে বলা আছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারে যে কারও ব্যাপারে।

যাদের ছাতার নিচে এসব দুর্নীতি হচ্ছে তাদের কী করা হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরনের ছাতা খোঁজা হচ্ছে। ব্যবস্থা নেওয়া সুশৃঙ্খল হচ্ছে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা কি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা বড় বড় পদে ছিল। অনেকের বিরুদ্ধে চার্জশিটও হয়েছে। দুদকের চার্জশিটতো আমাদের জেলা পর্যায়ের নেতা বা জাতীয় সংসদের এমপিদের বিরুদ্ধেও হয়েছে। এবং আরও কয়েকটা তদন্ত চলছে। যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাবে তার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেবে দুদক। অপরাধ করলে আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিয়ানমারকে ৫০ হাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শরণার্থীর তালিকা দিয়েছি।' এ নিয়ে চতুর্থ দফায় মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের তালিকা দিল বাংলাদেশ। এর আগে গত ৩০ জুলাই মিয়ানমারের হাতে ২৫ হাজার রোহিঙ্গার নতুন একটি তালিকা দিয়েছে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৫৫ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীর তালিকা মিয়ানমারকে দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে নানা টালবাহানায় এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাকেও ফিরিয়ে নেয়নি প্রতিবেশী এই দেশটি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, মিয়ানমারকে দেওয়া এখন পর্যন্ত ৫৫ হাজার রোহিঙ্গার তালিকার মধ্যে দুই দফায় ১২ হাজারের মতো রোহিঙ্গার যাচাই-বাছাই হয়েছে। এরমধ্যে আট হাজার ৭০০ রোহিঙ্গাকে তারা তাদের নাগরিক হিসেবে মেনে নিয়েছে।

সম্রাট ১০ দিনের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর হাকিম মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন এই আদেশ দেন। মঙ্গলবার সকালে সম্রাটকে আদালতে আনার খবরে যুবলীগের কয়েকশ নেতা-কর্মী সকাল থেকেই পুরান ঢাকার আদালত পাড়ায় ভিড় করে। আদালতের ফটকের বাইরে ও জনসন রোডে জটলা করে তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পরে বেলা ১২টার আগে আগে সম্রাটকে প্রিজন ভ্যানে করে কেরানীগঞ্জ থেকে আদালতে নিয়ে আসা হয়। গেল ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার মতিঝিলের ফ্লাবপাড়ায় র‍্যাবের অভিযানে অবৈধ ক্যাসিনো চলার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর আত্মগোপনে চলে যান যুবলীগের প্রভাবশালী নেতা সম্রাট। ৬ অক্টোবর কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থেকে সম্রাট ও তার সহযোগী এনামুল হক আরমানকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

এর আগে প্রথমে আদালত রিমান্ড আবেদনের শুনানি ৯ অক্টোবর ধার্য করেন। কিন্তু তার আগেই কারাকর্তৃপক্ষ তাকে অসুস্থতার জন্য জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করায় সেদিন ঐ শুনানি পিছিয়ে ১৫ অক্টোবর ধার্য করেন আদালত। ১২ অক্টোবর এ আসামিকে হাসপাতাল থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়েছে। আট দিন আগে গ্রেপ্তার সম্রাট ও আরমানকে মঙ্গলবার আদালতে হাজির করে রমনা থানায় মাদক আইনের মামলায় ১০ দিন করে রিমান্ডে দেওয়ার আবেদন করা হয়। এছাড়া একই থানায় অস্ত্র আইনের আরেক মামলায় সম্রাটকে আরও ১০ দিনের রিমান্ডে চাওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। রাষ্ট্রপক্ষে রিমান্ড শুনানি করেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান কৌঁসুলি আব্দুল্লাহ আবু, একই আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর সাজ্জাদুল হক শিহাব, তাপস পাল ও এপিপি আজাদ রহমান।

অন্যদিকে আসামির পক্ষে শুনানি করতে গাজী জিল্লুর রহমান, আব্দুল কাদেরসহ প্রায় ২৫ জনের মত আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

হঠাৎ দেয়ালে দেয়ালে সম্রাটের মুক্তির পোস্টার!

নিজস্ব প্রতিবেদক

ক্যাসিনোকাণ্ডের ঘটনায় র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তারের পর তার কর্মী-সমর্থকরা অনেকটা চুপচাপ ছিলেন। তবে ধীরে ধীরে নেতার মুক্তি চেয়ে সক্রিয় হচ্ছেন বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন সম্রাটের ভক্তরা। ইতোমধ্যে সম্রাটের মুক্তি চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে তার পরিবার। অন্যদিকে মঙ্গলবার তার আদালতে হাজিরা দেওয়াকে ঘিরে ঢাকার নিম্ন আদালত এলাকা ছেয়ে গেছে সম্রাটের মুক্তির পোস্টারে। শুধু পুরান ঢাকার আদালতপাড়াই নয়, তাঁতীবাজার, গুলিস্তান, পল্টন, শাহবাগ, ইস্কাটনসহ ঢাকা দক্ষিণের বেশিরভাগ জায়গার দেয়ালে দেয়ালে দেখা গেল সম্রাটের পোস্টার। ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট মুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে লাগানো পোস্টারের ওপরের দিকে একপাশে দেওয়া আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি। সঙ্গে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির ছবি। অন্যপাশে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা মোনাজাত করছেন এমন ছবি।

আদালতে আনার আগের রাতে পুরান ঢাকার সিএমএম আদালত চত্বর সম্রাটের মুক্তির পোস্টারে ভরে গেছে। পোস্টারের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে লেখা- সম্রাট খুব অসুস্থ। মানবতার জননী তাকে বাঁচান। এরপর লেখা রয়েছে- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার তৃণমূলের পরীক্ষিত কর্মী, ঢাকার রাজপথের সাহসী বীর ইসমাইল হোসেন সম্রাটের নিঃশর্ত মুক্তি চাই।

সম্রাটকে গ্রেপ্তারের পর তার কাকরাইল কার্যালয়ে অভিযানের সময় হাতকড়া পড়ানো ছবি দিয়ে পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'সম্রাটের হাতে হাতকড়া রাজনীতিবিদরা চরম লজ্জিত'।

মেডিকেলে পাস ৪৯ হাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০ নম্বর পেয়ে মোট ৪৯ হাজার ৪১৩ শিক্ষার্থী পাস করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এই ফল ঘোষণা করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল কালাম আজাদ। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মেধাতালিকার ভিত্তিতে ৩৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজে চার হাজার ৬৮ আসনে ভর্তির সুযোগ পাবে। বাকিরা পরে ৭০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ছয় হাজার ৩৩৬ আসনে ভর্তি হতে পারবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক জানান, পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ২৬ হাজার ৫৩১ জন, যা মোট পাস করা শিক্ষার্থীর ৫৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। অন্যদিকে ২২ হাজার ৮৮২ জন ছাত্র পাস করেছে এই ভর্তি পরীক্ষায়, যা পাস করা শিক্ষার্থীর ৪৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। এদিকে, ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে একজন ছাত্র, তার স্কোর ৯০ দশমিক ৫। অন্যদিকে, মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর ৮৯.০। ডা. আবুল কালাম আজাদ জানান, ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ২১ অক্টোবর থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে, ভর্তি চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। ফল ঘোষণার সময় জানানো হয়, বিকেল ৫টা থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (http://result.dghs.gov.bd/) ফল প্রকাশ করা হবে। তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বিকেল ৫টা ২০ মিনিট) ঐ ওয়েবসাইটে ফল পাওয়া যায়নি। এ বছর গত ১১ অক্টোবর দেশব্যাপী ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১০ হাজার ৪০৪টি আসনের বিপরীতে ৬৯ হাজার ৪১০ জন শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়।

মানবতাবিরোধী অপরাধে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এ মামলায় প্রথমে ছয়জন আসামি ছিলেন। পরে অভিযোগ গঠনের আগেই একজন মারা যান। পরে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম চলে। এর মধ্যে মো. রনজু মিয়া (৫৯) গ্রেপ্তার আছে, বাকি চারজন পলাতক। তারা হলো- আব্দুল জব্বার মন্ডল, তার ছেলে জাহিঙ্গির রহমান ওরফে খোকা (৬৪), মোস্তাজ আলী ব্যাপারি (৬৮) ও আব্দুল ওয়াহেদ মন্ডল (৬২)। রায় ঘোষণার পরে প্রসিকিউটর মোখলেসুর রহমান বাদল সাংবাদিকদের বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে রাষ্ট্রপক্ষ সক্ষম হয়েছে। তাদের কৃত অপরাধের বিষয় বিবেচনা করে আদালত মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন।' এ রায়ে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট বলেও তিনি জানান। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী আবুল হাসান বলেন, 'এই মামলার একজন আসামি রনজু মিয়ার বয়স ১৯৭১ সালে ছিল ১৪ বছর। বাকি আসামিদের বিরুদ্ধেও আনা অভিযোগের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। রাজনৈতিক রেষারেষিতে তাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে। এ রায়ে আমরা সংক্ষুব্ধ। আশা করি উচ্চ আদালতে আপিল করলে আসামিরা খালাস পাবেন।'

উল্লেখ্য, তদন্ত শেষ করে ২০১৬ সালের ২১ ডিসেম্বর এসব আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগসহ চারটি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। এরপর ২০১৭ সালের ১২ মার্চ প্রসিকিউশন এ মামলার অভিযোগ দাখিল করে। প্রসিকিউশনের অভিযোগ আমলে নিয়ে শুনানি শেষে গত বছরের ১৭ মে চার অভিযোগে মামলার অভিযোগ গঠন করে ট্রাইব্যুনাল। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের ১৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

ঢাকায় হচ্ছে আরও দুই মেট্রোরেল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। একনেক সভা শেষে প্রকল্পগুলো সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানান পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। নতুন মেট্রোরেল প্রকল্প সম্পর্কে এম এ মান্নান বলেন, প্রকল্পগুলোকে সড়কের সবচেয়ে বেশি ব্যয়ের প্রকল্প বলা যায়। তবে নির্মাণ শেষ হলে ঢাকা হবে বিশ্বমানের শহর। তবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রী জানান, মেট্রোরেলের জন্য হাতিরঝিল যেন নষ্ট না হয়। এ ছাড়া মেট্রোরেলের কারণে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হলেও কোনো ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না।

মঙ্গলবারের একনেকে সব মিলিয়ে ১ লাখ ২৫ কোটি টাকার ১০টি প্রকল্প পাস হয়। একনেকে অনুমোদিত অন্য প্রকল্পগুলো হলো ১ হাজার ৪৮৫ কোটি টাকার ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত চার লেনে উন্নীত করা; ৪২১ কোটি টাকার ডোমার-চিলাহাটি-ডাউলাগাঞ্জ, ডোমার-জলঢাকা এবং জলঢাকা-ভাদুবদরগাছ-ডিমলা জেলা মহাসড়কের মান উন্নীত করা; ৭৩১ কোটি টাকার কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীত করাসহ ছয়না-যশোদল-দৌলতপুর বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ; ১ হাজার ৭১৯ কোটি টাকার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন; ১ হাজার ৮৮ কোটি টাকার ঢাকার মিরপুরের পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; ১২৯ কোটি টাকার ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ; ৫৮০ কোটি টাকার ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এবং ৭০ কোটি টাকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগে পুনঃ বনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

সরকারি আবাসিকে গ্যাস সংযোগ বন্ধের পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি আবাসিক ভবনে গ্যাস সংযোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সাথে ধীরে ধীরে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহারে মানুষকে অভ্যস্ত হওয়

মঙ্গলবার রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্বরে বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ —পাঞ্জেরী

‘প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে’

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে সরকার। প্রতিবন্ধীদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ চলছে।

মঙ্গলবার রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্বরে বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদা মিন আরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ও জ্যেষ্ঠ সচিব জুয়েনা আজিজ।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া ও উপেক্ষিত মানুষের কল্যাণে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের সুমহান প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছেন। তিনি প্রতিবন্ধীবান্ধব নেত্রী। তিনি প্রতিবন্ধীদের জন্য তার নিরলস প্রচেষ্টা নিয়ে একের পর এক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য চাকরি নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেন, প্রতিবন্ধীদের অবহেলা না করে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদে পরিণত করলে তারা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

পরে মন্ত্রী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ৫০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর হাতে সম্মাননা সনদ, চেক এবং স্মার্ট সাদা ছড়ি তুলে দেন। এর আগে দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি হয়। বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস উপলক্ষে একসেস টু ইনফরমেশনের (এটুআই) কারিগরি সহযোগিতায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরি ১ হাজার ৩০টি স্মার্ট সাদা ছড়ি বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। স্মার্ট সাদা ছড়ি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের চলাচলকে সহজতর করবে। এতে জিপিএস সুবিধাসহ ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে পথ নির্দেশিকার ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। শিগগিরই সুলভ মূল্যে এসব স্মার্ট সাদা ছড়ি কেনা যাবে।

পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান এলজিআরডি মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

নতুন প্রজন্মকে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তিকে উন্নত হতে সাহায্য করে। আগামী প্রজন্ম এমন একটি পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, যে দেশকে বিশ্ব সম্মান জানাবে।’ মঙ্গলবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০১৯’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন। ‘সকলের হাত, পরিচ্ছন্ন থাক’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সবার জন্য নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেন, ‘স্যানিটেশন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে এবং ২০১৯ সালের জেএমপি অর্থাৎ জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রামের প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নত স্যানিটেশনের হার প্রায় ৭১ ভাগ। পাশাপাশি বর্তমানে দেশে প্রায় সকল লোক কোন না কোন ধরনের ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। যা ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।’ তিনি আর বলেন, শুধু ১৫ অক্টোবর নয়, বছরব্যাপী প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হবে। সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা, স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত জীবন গঠনের লক্ষ্যে এ সামাজিক আন্দোলনকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এর আগে মন্ত্রী বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হাত ধোয়া কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. জহিরুল ইসলাম, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. সাইফুর রহমান, ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি তোমো হুজমী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল মান্নান ও ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদসহ অনেকে।

দুই দফায় ৭ পুলিশ পরিদর্শক বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

দুই দফায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার সাত কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। বদলিকৃতরা হলেন- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক মো. ইউসুফ হাসানকে নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) রামপুরা থানা, গোয়েন্দা উত্তর বিভাগের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক কাজী শরীফুল ইসলামকে নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) হাজারীবাগ থানা, অপরাধ বিভাগের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক সিকদার মহিতুল আলমকে নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) কামরাঙ্গীরচর থানা, রূপনগর থানার নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) গোলাম রব্বানীকে অপারেশন বিভাগ, ক্রাইম কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার, লাইনওআরে কর্মরত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক মো. জসীম উদ্দিন দেওয়ানকে গোয়েন্দা উত্তর বিভাগে, কামরুল হাসান কামালকে আইএজি ও শেখ সোহেল রানাকে সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগে বদলি করা হয়েছে।

গত সোমবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে পাঠানো পৃথক দুই আদেশে তাদের বদলি করা হয়। জনস্বার্থে অবিলম্বে আদেশটি কার্যকর করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক

কাশ্মীরে মোবাইলে বার্তা আদান-প্রদান বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে পোস্টপেইড মোবাইল সেবা চালু হলেও মুঠোফোনে বার্তা আদান-প্রদানের সেবা (এসএমএস সার্ভিস) বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার জানিয়েছে, পোস্টপেইড মোবাইল সংযোগ চালুর কয়েক ঘণ্টা পর এক ট্রাক চালক নিহত ও ট্রাকটিতে অগ্নিকাণ্ডের প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়ার ৭২ দিন পর গত সোমবার উপত্যকায় আংশিকভাবে শুধু পোস্টপেইড মোবাইল সংযোগ পুনরায় চালু করা হয়। তার একদিন পরই এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো সরকার।

কাশ্মীর উপত্যকার ৭০ লাখ মানুষ গত ৫ আগস্টের পর থেকে অবরুদ্ধ মুঠোফোন ও ইন্টারনেটসহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার রাত থেকেই মুঠোফোনে বার্তা আদান-প্রদানের সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়।

গত সোমবার রাতে কাশ্মীরের সোপিয়ানে আপেলবাহী একটি ট্রাকে হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় ট্রাক চালক নিহত হন। এছাড়া ট্রাকটিতে আগুন দিয়ে দিয়ে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঐ হামলার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ চালু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মুঠোফোনের বার্তা-আদানের সেবাটি বাতিল করে দেয়।

স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, মুখোশ পরিহিত দু’জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি রাস্তা থেকে ট্রাকটিকে সরিয়ে নিতে বলেন। ট্রাকটি রাস্তা অবরোধ করে ছিল। কিন্তু চালক তার গাড়ি সেখান থেকে সরিয়ে নিতে অস্বীকার করলে অস্ত্রধারীরা চালককে গুলি করে এবং ট্রাকটিতে আগুন দেয়।

ইরান-সৌদিকে সরাসরি আলোচনায় বসার আহ্বান পাকিস্তানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

ইরান এবং সৌদি আরবের মধ্যে চলমান সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে দেশ দু’টিকে সরাসরি আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুইজন সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে এক্সপ্রেস ট্রিবিউন। পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গত রোববার ইরান সফর করেন। এই সফরে তার সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কোরেশী এবং আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফাইয়াজ হামিদ। তেহরান সফরে ইমরান খান ইরানি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় সৌদি আরবের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দেন। এ সময় ইমরান খান বলেন, পাকিস্তান শুধুমাত্র সংলাপে মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত নয় বরং সৌদি আরব এবং ইরানকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে মুখোমুখি বৈঠকে বসার ব্যবস্থা করতেও প্রস্তুত রয়েছে।

সিরিয়ায় তুরস্কের অভিযান অগ্রহণযোগ্য : রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে তুরস্কের চলমান অভিযানকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন দামেস্কে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ল্যাভরেনটিয়েভ। এই অভিযানের আগে মস্কো আঙ্কারাকে সবুজ সংকেত দিয়েছে বলে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি। মঙ্গলবার রুশ বার্তা সংস্থা জানিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আবুধাবি সফরের সময় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেছেন ল্যাভরেনটিয়েভ। গত ৯ অক্টোবর তুর্কি সীমান্তবর্তী সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে ‘অপারেশন পিস স্প্রিং’ নামে সামরিক অভিযান শুরু করে তুরস্ক। এ অভিযানের মাধ্যমে অঞ্চলটি থেকে আইএস জঙ্গি ও কুর্দি বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে সেখানে একটি সেফ জোন প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী আঙ্কারা। এ সেফ জোনে দীর্ঘদিন ধরে তুরস্কে বসবাসরত সিরীয় শরণার্থীদের বসবাসের ব্যবস্থা করতে চায় আঙ্কারা। তুর্কি অভিযানের আগে সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে অভিযান শুরুর পর তুরস্কের দুইজন মন্ত্রী এবং তিনজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞাকে আমল না দেওয়ার কথা জানিয়েছে তুরস্ক। মঙ্গলবার সিরিয়ায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ল্যাভরেনটিয়েভের কাছে আঙ্কারার অভিযানের বিষয়ে আগেই মস্কো সবুজ সংকেত দিয়েছিলো কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। জবাবে তিনি বলেন, না। আমরা সবসময়ই তুরস্ককে ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানিয়েছি আর সিরীয় এলাকায় যেকোনও সামরিক অভিযানকে সবসময়ই অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছি। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, তুর্কি-সিরীয় সীমান্তের নিরাপত্তা অবশ্যই পুরো এলাকায় সিরিয়ার সরকারি বাহিনী মোতায়েন করে নিশ্চিত করতে হবে। সে কারণে আমরা কখনোই সিরিয়ার বিরোধীদের তুরস্কের অস্ত্র সরবরাহকে আমরা সমর্থন দেইনি বা পক্ষ নেইনি।

পুরো ভারতেই হবে এনআরসি

অমিত শাহ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই আসামে নাগরিক তালিকা (এনআরসি) হয়েছে। আসামের মতো করেই ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এনআরসি চালু করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তার মতে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তবে কবে নাগাদ এই প্রক্রিয়া শুরু হবে তা নিশ্চিত করেননি তিনি।

অমিত শাহ বলেন, আসামে এনআরসি চালু করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা সারাদেশে এনআরসি চালু করার কাজে সাহায্য করবে। সারাদেশের জন্য লিক প্রুফ এনআরসি আনা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

আসামে এনআরসি চালু করতে যেসব সমস্যা দেখা গেছে, সারাদেশে এনআরসি চালু করতে সেসব সমস্যা দূর করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এনআরসি কি একটি রাজনৈতিক অস্ত্র নাকি এতে কোনো সুবিধা হবে? অমিত শাহ বলেন, এনআরসি তারা করেননি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই তা করা হয়েছে। এনআরসি কি সারাদেশেই চালু করা হবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহ বলেন, হ্যাঁ, উচিত সময়েই তা করা হবে। এর আগে অমিত শাহ বলেছিলেন, শুধু আসামেই নয় অবৈধ অভিবাসীদের পুরো ভারত থেকেই বিতাড়িত করা হবে।

গত ৩১ আগস্ট আসামে এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। ঐ তালিকা থেকে ১৯ লাখ বাসিন্দার নাম বাদ পড়েছে। এরপরেই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক অবৈধ অভিবাসীকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে।

আসামে এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে রাজ্য বিজেপির একাংশ হতাশ। কেননা বাঙালি হিন্দুদের একটা বড় অংশের নাম সেই তালিকা থেকে বাদ গেছে। আসামের জনসংখ্যার ১৮ শতাংশই বাঙালি হিন্দু। তারাই আবার বিজেপির বড় সমর্থক। দলের বিধায়ক শিলাদিত্য দেব অভিযোগ করে বলেছিলেন, হিন্দুদের দূরে রাখতে এবং মুসলিমদের সহায়তা করার ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল এনআরসি।

ব্যবসা-বাণিজ্য →

পুঁজিবাজারের সংকট নিরসনে ডিএসই, ডিবিএ ও শীর্ষ ব্রোকারদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

অর্থনীতি ডেস্ক ▸

পুঁজিবাজারের সংকট নিরসনে একগুচ্ছ সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব সমস্যার তথ্য উপাত্ত নিয়ে পরবর্তীতে একটি বৈঠক করা হবে, সেখানে সেগুলো সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সঙ্গে ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিএ) এবং শীর্ষ ব্রোকারেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে এসব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈঠক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ দিন ধরে পুঁজিবাজারে পতন অব্যাহত রয়েছে। যদিও মঙ্গলবার সূচকের বড় ধরনের উত্থান হয়েছে। স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের লক্ষ্যে পতনের কারণ খুজতে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বসেছে ডিএসই। বিগত দিনে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে (আইপিও) আসা কোম্পানিগুলোর দর তলানি নেমে গেছে। এসব কোম্পানির মান নিয়ে বৈঠকে প্রশ্ন উঠেছে। এসব কোম্পানি বাজারে আসার আগে আর্থিক প্রতিবেদন ফুলিয়ে ফাপিয়ে দেখালেও তালিকাভুক্তির পর তাদের প্রকৃত চিত্র উঠে আসছে। এসব কারণে বাজারে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে, বিনিয়োগকারীরা বাজারের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। এভাবে বাজারে পতন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এছাড়া তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনে আরও সচ্ছতা আনার দাবি তোলা হয় বৈঠকে। এর মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার গুরুত্বারোপ করা হয় বৈঠকে। তাছাড়া ডিএইকে বার বার ব্যর্থ বলে মন্তব্য করার কারণেও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এক ধরনের আস্থার সংকট সৃষ্টি হচ্ছে বলেও আলোচনা হয়েছে। এ বৈঠকে ব্রোকারেজ হাউজ প্রতিনিধিরা তাদের শাখা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকের উপস্থিত ব্রোকারেজ হাউজের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, প্রতিদিন সূচক পতনের ফলে বাজারে আস্থার সংকট তলানি নেমে গেছে। আর এ পরিস্থিতিতে ডিএসই বৈঠক ডেকেছে। বৈঠকে বাজারের সংকটের নানা কারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এসব কারণগুলোর তথ্য উপাত্ত নিয়ে আরো একটি বৈঠক হবে। ঐ বৈঠকে বাজার সংকটের সমস্যাগুলো মোটা দাগে আলোচনা করা হবে। যা হবে তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক। একই সঙ্গে পরবর্তী বৈঠকে সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়ও খুজে বের করা হবে। এরপর একটি প্রস্তাবনা দেওয়া হবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিকট।

পুঁজিবাজারে ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে আইসিবি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত পাঁচটি ব্যাংক থেকে ২০০ কোটি করে মোট ১ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করবে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। এ টাকা পুঁজিবাজারে সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ করা হবে। এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে সক্রিয় থাকবে আইসিবি। সোমবার ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) সঙ্গে পুঁজিবাজার উন্নয়নবিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় এ কথা জানান আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আবুল হোসেন।

আবুল হোসেন বলেন, ‘আজ (সোমবার) বিকালে সোনালী ব্যাংক আমাদের বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে ২০০ কোটি টাকা দিয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত আরো চারটি ব্যাংক থেকে ২০০ কোটি টাকা করে মোট পাঁচটি ব্যাংক থেকে ১ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করব। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন। বন্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত সব টাকা আমরা পুঁজিবাজারে সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ করব।

তিনি আরো বলেন, ‘বর্তমানে বাজারকে সাপোর্ট দেয়া আইসিবির একার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এখন বাজারের আকার অনেক বড়। কিন্তু সে তুলনায় ফান্ডের পরিমাণ কম। তাই আইসিবির মতো যদি আরো পাঁচটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও ২০-২৫ জন মার্কেট মেকার তৈরি করা যায়, তাহলে বাজার ভালো অবস্থানে যাবে।

সভায় আইসিবি ও ডিবিএর প্রতিনিধিরা বাজারের বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন একটি বড় সমস্যা। বর্তমানে কিছু কোম্পানি ছাড়া বাকিরা তাদের আর্থিক প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দিয়ে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করে। ফলে সেই শেয়ারের দাম টিকে থাকে না এবং শেয়ারটির প্রতি বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারিয়ে ফেলেন। শেয়ারটি অভিহিত মূল্যের নিচে অবস্থান করে। এছাড়া বাজারে দীর্ঘদিন ধরে ভালো কোম্পানি আসছে না। ভালো কোম্পানির পুঁজিবাজারে আসা দরকার বলে মনে করেন তারা।

বক্তারা বলেন, বাজারে ভালো শেয়ার দেয়ার বিষয়ে আইসিবিসহ সরকারকেও চেষ্টা করতে হবে। প্রাইমারি মার্কেটে শেয়ার নিয়ে যেন কারসাজি করতে না পারে এবং আর্থিক প্রতিবেদন যেন স্বচ্ছ হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আইসিবি যেসব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে রয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে আইসিবিকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। কোম্পানি নগদ ডিভিডেন্ড দিচ্ছে না কেন অথবা কম দিচ্ছে কেন, সে বিষয়টি এবং কোম্পানিগুলোর সার্বিক কার্যক্রমের দিকে আইসিবিকে লক্ষ রাখতে হবে। ডিবিএর সভাপতি শাকিল রিজভী বলেন, বাজার দুইভাবে ভালো অবস্থানে যেতে পারে। প্রথমত, যদি আমরা সবাই ভালো হই। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক নিয়মে। আমরা যদি ভালো না হই, তবে দ্বিতীয় উপায়ে ভালো হতে সময় লাগবে। তবে সে সময় বেশি দিন নয়। কারণ পুঁজিবাজারের মূল্য আয় (পিই) অনুপাত এখন বটম লাইনে চলে এসেছে। ডিএসইর পিই রেশিও ১২-এর কাছাকাছি অবস্থান করছে। এর আগে পিই রেশিও ১২-তে আসার পর বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এবারো স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে দাঁড়াবে বলে আমি আশাবাদী। আইসিবির বিশ্লেষক টিমও এমনটাই মনে করছে।

তিনি আরো বলেন, আইসিবির মতো ব্রোকাররাও সামর্থ্য অনুযায়ী বাজারে ভূমিকা রাখবেন। কারণ বর্তমানে বাজারকে আইসিবির পক্ষে একা সাপোর্ট দেয়া সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকেই সাপোর্ট দিতে হবে। আইসিবি সোনালী ব্যাংক থেকে যে ২০০ কোটি টাকা পেয়েছে, তা ভালো কোম্পানিতে বিনিয়োগের জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

বন্যার্তদের চিকিৎসা সহায়তায় ইউসিবির ২০ লাখ টাকা অনুদান

অর্থনীতি ডেস্ক ▸

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান চৌধুরী গত ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে এ্যামন্ডা ইন্টারন্যাশনাল, জাপান এর প্রেসিডেন্ট ড. শিগেরু সুগানামি, এমডি, পিএইচডি এর নিকট ব্যাংকের সিএসআর কর্মকাণ্ডের আওতায় বিশ লক্ষ টাকা অনুদানের চেক হস্তান্তর করেছেন। কুড়িগ্রাম অঞ্চলের বন্যা প্লাবিত এলাকায় চিকিৎসা সহায়তা হিসাবে এ্যাসোসিয়েশন এফ মেডিকেল ডক্টরস অব এশিয়া, বাংলাদেশ এবং জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালকে এই অনুদান দেয়া হয়। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সরদার এ নাঈম পিএইচডি, প্রেসিডেন্ট, এসোসিয়েশন এফ মেডিকেল ডক্টরস অব এশিয়া, বাংলাদেশ; প্রফেসর ড. জোনায়েদ শফিক পিএইচডি, সেক্রেটারি জেনারেল, এ্যাসোসিয়েশন এফ মেডিকেল ডক্টরস অব এশিয়া, বাংলাদেশ; সরদার এ রাজ্জাক, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, এসোসিয়েশন এফ মেডিকেল ডক্টরস অব এশিয়া, বাংলাদেশ এবং ড. মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া, প্রফেসর, ইন্সটিটিউট অব নিউট্রিশন এন্ড ফুড সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন ৮.০৬ শতাংশ

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হার ৮ দশমিক ০৬ শতাংশ। টাকার অংকে ১৭ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। মঙ্গলবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে একনেক সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এ তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই সময়ে ছিল ৮ দশমিক ২৫ শতাংশ। টাকার অংকে ১৪ হাজার ৯২৭ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের লভ্যাংশ ঘোষণা

অর্থনীতি ডেস্ক ▸

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ১০ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর পুরোটাই নগদ লভ্যাংশ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, সর্বশেষ অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) করেছে ৩ টাকা ৬২ পয়সা। ৩০ জুন,১৯ শেষে শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৫৬ টাকা ৯৫ পয়সা।

সূত্র মতে, আগামী ২৪ নভেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ নভেম্বর।

ভোলায় ইসলামী ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

অর্থনীতি ডেস্ক ▸

ভোলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ভোলা শাখার পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কেন্দ্র লিডারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর ভোলা শাখার পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কেন্দ্রে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের বরিশাল জোনপ্রধান মো. আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভোলা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর পারভীন আক্তার ও ব্যাংকের রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনপ্রধান এম জোবায়ের আজম হেলালী।

দরপত

সম্পাদকীয়

ঢাকা, বুধবার ▮ ১৬ অক্টোবর ২০১৯

চাই সমতার বিশ্ব

বর্তমান বিশ্বে নারী-পুরুষ- এভাবে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। কবির ভাষায় দবিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,/অর্ধেক তার নর'- এই কবিতার মর্মার্থ বর্তমান বাস্তবতায় আরো প্রাসঙ্গিক। এবার এই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে। শনিবার রাজধানীর ফার্মগেটে খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মহিলা শ্রমিক লীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন- ধর্মের নাম নিয়ে মেয়েদের ঘরে আটকে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, নবী করিম (সা.) যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসলেন তখন কোনো পুরুষ তো সাহস করে এগিয়ে আসেননি এই ধর্ম প্রচার করতে। এসেছিলেন মেয়েরা। অর্থাৎ বিবি খাদেজাই প্রথম আসলেন এবং তিনি তার সমস্ত ধন-দৌলত দিয়ে সাহায্য করলেন এই ধর্মটা প্রচারের জন্য। সে কথাটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। নারী-পুরুষের সমতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সমাজে যদি নারী-পুরুষ সমানভাবে কাজ করতে না পারে, সুযোগ না পায় তাহলে একটা সমাজ দাঁড়াতে পারে না। আমরা দুই পা দিয়ে হাঁটি, এক পা খোঁড়া হলে আমাদের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলতে হবে। আর দুই পা ঠিক থাকলে আমরা সুস্থভাবে হাঁটতে পারি। একবিংশ শতাব্দীতে এসে নারী-পুরুষ সমতার বিশ্ব গড়ে তুলতে অঙ্গীকার করতে হবে। যেখানে নারীরা মর্যাদার সঙ্গে এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে বসবাস করতে পারবে। সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে নারীর জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষাসহ দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং তাদের ক্ষমতায়নে একসঙ্গে কাজ করাই হবে বিশ্বনেতৃবৃন্দের কর্তব্য। পাশাপাশি এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে আন্তরিক অঙ্গীকার এবং শক্তিশালী নেতৃত্ব থাকতে হবে। এধরনের অঙ্গীকারই পারে নারী-পুরুষের একটি সমতার বিশ্ব তৈরি করতে। বাংলাদেশ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেকটাই এগিয়ে সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার নারী সে দেশে নারীর অবস্থান কী তা সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়া সমাজের সকল পেশার ক্ষেত্রেই নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সশস্ত্রবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী এবং বিভিন্ন কারিগরি ক্ষেত্রেও নারীরা উচ্চপদে আসীন রয়েছে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস- চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এছাড়া সংসদেও সংরক্ষিত আসনে নারীরা নির্বাচিত হচ্ছে। নারীর স্বাস্থ্য রক্ষায়ও নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নতুন করে আইন করা হয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমে এসেছে। নিঃসন্দেহে এটি এক স্বস্তিদায়ক অবস্থা। তবে বাংলাদেশ তো বটেই বিশ্বব্যাপী এখনো নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রয়েছে নানা বৈষম্য। এ বৈষম্য কমিয়ে এনে নারী-পুরুষের সমতার বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন নারী-পুরুষের সমতার বিশ্ব ছাড়া কাঙ্খিত উন্নয়ন,শান্তি, সমৃদ্ধি অসম্ভব। এছাড়া বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়াও অলীক স্বপ্ন থেকে যাবে। এ জন্য সবার আগে পরিবর্তন আনতে হবে মানসিকতায়।

ঝুঁকি জেনেও কেন এই অপচেষ্টা?

সরকারি বেসরকারি নানা উদ্যোগের পরও বাল্যবিয়ে বন্ধ হচ্ছে না। এটা খুবই দুঃখজনক যে গণমাধ্যমে প্রায়ই বাল্যবিয়ের খবর আসে। এরসঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে জেল-জরিমানারও বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাল্যবিয়ে থেমে নেই। বাল্যবিয়ে সমাজের জন্য অভিশাপ। কাজেই যে কোনো মূল্যে এটা বন্ধ করতে হবে। এবার বাল্যবিয়ে বন্ধ করলেন নাটোরের গুরুদাসপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খান। শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার বিয়াঘাট ইউনিয়নের যোগেন্দ্রনগর গ্রামের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১৬) বিয়ে দিচ্ছিল তার পরিবার। খবরটি ফোনে জানতে পারেন ইউএনও তমাল হোসেন। এরপর তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খানকে ঐ বাড়িতে পাঠান। তিনি গিয়ে স্টেজে কনে সেজে বসে থাকা কনের ভাবি ও তার ভাইকে উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে নিয়ে যান। পরে বাল্যবিয়ের চেষ্টার জন্য কনের ভাইকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত ঐ কিশোরীকে বিয়ে দেয়া হবে না মর্মে মুচলেকা নেয়া হয়। গুরুদাসপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খান বলেন, বাল্যবিয়ে বন্ধে প্রশাসন সোচ্চার রয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। আইন অনুযায়ী পুরুষের বিয়ের বয়স ২১ বছর, নারীর ১৮ বছর। ব্যতিক্রম হলে বিয়ের সঙ্গে জড়িত বর-কনের অভিভাবক, আত্মীয়, স্থানীয় কাজিসহ সবার শাস্তির বিধান রয়েছে। জড়িত পুরুষদের এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে। বর ও কনে দুজন নাবালক হলে তাদের কোনো শাস্তি হবে না। বর সাবালক ও কনে নাবালিকা হলে ছেলের এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে। কন্যাশিশুরাই বাল্যবিয়ের শিকার হয় বেশি। দারিদ্র্য, অসচেতনতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, যৌন হয়রানি ও কন্যাশিশুর প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের কারণে কন্যাশিশুদের বিয়ে হচ্ছে বেশি। পাশাপাশি ভুয়া জন্মনিবন্ধনের মাধ্যমে বয়স বাড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। দেখা যায়, সন্তান জন্ম দেওয়া ও লালন-পালন করা অল্প বয়সী মায়েদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়ছে। নানা ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হবে-এমন স্বপ্ন দেখছি আমরা। কিন্তু বাল্যবিয়ে এর মধ্যে বিরাট এক বাধা। এ সমস্যা সমাধানে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে সবচেয়ে বেশি। বিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল-এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর আশংকা থাকে। তাছাড়া আর্থ সামাজিক নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ জন্য বাল্যবিয়ে বন্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা ও মানসিকতার পরিবর্তনও অত্যন্ত জরুরি।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ নিন

বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের কারণে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে রাজধানীবাসী। পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ঢাকার বাতাসের যে চিত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে এটি এখন লাল ক্যাটাগরির। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের জন্য তা 'মারাত্মক ক্ষতিকর'। অন্যদিকে শব্দ দূষণের কারণেও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের জোরালো পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি।

'বৈশ্বিক বায়ু পরিস্থিতি-২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে বছরে ১ লাখ ২২ হাজার ৪০০ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এত মৃত্যু তবু হুঁশ হচ্ছে না! আর বায়ুদূষণের কারণে শিশুমৃত্যুর হারের দিক থেকে পাকিস্তানের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। ঢাকার চারপাশে প্রায় এক হাজার ইটভাটা নভেম্বর থেকে চালু হয়। সেগুলো ঐ বায়ুদূষণের জন্য ৫৮ শতাংশ দায়ী। এ ছাড়া শীতকাল বা শুষ্ক মৌসুম শুরু হলেও বেশির ভাগ অবকাঠামোর নির্মাণ ও মেরামতকাজ শুরু হয়। এ কারণেও এই সময় বায়ুদূষণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে শব্দ দূষণের কারণে দেখা দিচ্ছে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি। যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার এই শব্দদূষণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। দুঃখজনক হচ্ছে, সারাদেশে যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে সরকারি নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করছে না কেউ। বরং দেশের অধিকাংশ যানবাহনেই হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণভাবে মানুষ ৪০ থেকে ৪৫ ডেসিবল মাত্রার শব্দই ভালো শুনতে পায়। তার চেয়ে বেশি মাত্রার শব্দ মানুষের শ্রবণশক্তিসহ নানা স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। অথচ দেশের ৮০ শতাংশ যানবাহনে এখনো ব্যবহার হচ্ছে হাইড্রোলিক হর্ন। যা ১০০ ডেসিবলেরও বেশি মাত্রার শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। মোটর ভেহিক্যাল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী নিষিদ্ধ হর্ন ব্যবহারে মাত্র ১০০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে জরিমানা মাত্র ১০০ টাকা হওয়ায় গাড়ির চালকরাও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছেন না। তাছাড়া অনেক চালক আইনে হাইড্রোলিক হর্ন নিষিদ্ধের বিষয়টি জানেও না। মানুষের শ্রবণ সীমার স্বাভাবিক মাত্রা ৪৫ ডেসিবেল। যার বেশি হলে শব্দ দূষণে পরিণত হয় যা থেকে মানুষের শরীরে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। শব্দ দূষণের ফলে মানুষের শ্রবণ ক্লান্তি এবং বধিরতা পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া যে সকল রোগ হতে পারে তার মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, আলসার, মস্তিষ্কের রোগ, কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস, বদমেজাজ বা খিটখিটে মেজাজ, ক্রোধ প্রবণতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, রক্তনালীর সংকোচন এবং হার্টের সমস্যা অন্যতম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৬০ ডেসিবেল মাত্রার শব্দ মানুষকে অস্থায়ী বধির এবং ১০০ ডেসিবেল মাত্রার শব্দ মানুষকে স্থায়ীভাবে বধির করে দেয়। শব্দদূষণ থেকে বাঁচতে হলে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার বন্ধে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার নিষিদ্ধের আদেশ যাতে বাস্তবায়ন হয় এ ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও আমদানি নিষিদ্ধ নয় বা এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। তাই আমদানি করা হচ্ছে হাইড্রোলিক হর্ন। এ ব্যাপারে আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে আমদানির ওপর। গাড়ির চালককেও সচেতন করতে হবে। শব্দদূষণ থেকে সবাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অনুধাবন করতে হবে সেটিও। বায়ুদূষণ বন্ধেও নিতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এর কোনো বিকল্প নেই।

আবরার হত্যাকাণ্ড: দয়া করে লাশের রাজনীতি নয়

● মাসুদা ভাট্টি

এদেশের জনগণ এরকম মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত এবং এরকম হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে চলে আসা রাজনীতি দেখেও অভ্যস্ত। তারা ধরেই নিয়েছে যে, আবরার হত্যাকাণ্ড কোনো ইস্যুই নয় এই রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমটির জন্য, বরং এরা নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য আবরার- এর লাশকে পুঁজি করতে চাইছে।

এদেশে একেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটে আর আমরা তা নিয়ে কিছুদিন আলোচনা করি, নতুন আরেকটি ইস্যু তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে থাকে তারপর মানুষ নতুন কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায়

মুক্তমত

পুরোনো ঘটনাটিও চাপা পড়ে যায় অসংখ্য ইস্যুর তলায়। এর মধ্যে অবশ্য কিছু রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে, সরকারে থাকাকালে রাজনৈতিক দলের চরিত্র একরকম আর সরকারের বাইরে থাকাকালে আরেকরকম। ফলে যে কোনো ঘটনাকে যে যার মতো রাজনৈতিক রূপ দিয়ে তা থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা এদেশে প্রচলিত ও নৈমিত্তিক ঘটনা। বুয়েটের ছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ড নিয়ে এই মুহূর্তে যে সব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটছে তার বিশ্লেষণটা করা যাক একটু।

সরকার জনরোষের ভয়েই হোক কিংবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই হোক, এই হত্যাকাণ্ড ঘটার পর থেকে কঠোর অবস্থানেই রয়েছে বলে আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়। আবরার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আন্দোলনকারী ছাত্রদের দাবি মেনে নেয়া থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা প্রশংসনীয়- যে কোনো ঘটনাতেই যদি সরকার এরকম তৎপরতা দেখাতে পারে তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যতে জন্য তা হবে ইতিবাচক। কিন্তু আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি যে, বাংলাদেশে যে কোনো হত্যাকাণ্ডকে 'রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড' হিসেবে একবার প্রমাণ করা গেলে প্রতিটি পক্ষই তা থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। আবরার হত্যাকাণ্ডও তার ব্যতিক্রম নয়। সরকার যখন এই হত্যাকাণ্ডকে নিজেদের সহযোগী সংগঠনের হাতে ঘটা অপকর্ম হিসেবে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা না করে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল নেতাকর্মীই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দাবি মেনে নেয়া ও বিচারপ্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করছে তখন সরকার-বিরোধী রাজনীতি আবরার হত্যাকাণ্ডকে ভিন্ন রূপ ও মাত্রা দিতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে বিরোধী রাজনীতি অনুপস্থিত। এটা যতোটা না সরকারের ভিন্নমত দমনের চেষ্টা থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি এদেশের বর্তমান আওয়ামী-বিরোধী রাজনীতির অস্বচ্ছতা, মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধিতা, গণমানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি-চর্চা এবং সর্বোপরি আওয়ামী-লীগ ঠেকানোর একমুখী প্রচেষ্টার কারণে। এতোদিন ধরে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় টিকে থাকার মূল কারণ হলো আওয়ামী লীগ সরকারের দোষত্রুটি উল্লেখপূর্বক জনগণের সামনে বিকল্প কোনো সরকার-ব্যবস্থার স্বপ্ন তৈরি করতে না পারার ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার জন্য আওয়ামী লীগ দায়ী নয়, এই ব্যর্থতা সম্পূর্ণ এদেশের আওয়ামী-বিরোধী রাজনীতির স্বার্থপরতা ও জনগণের সামনে নিজেদের রাজনীতি উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার কারণেই। নাহলে কেবল সরকার মিটিং-মিছিল করতে দেয় না, সমাবেশ করতে দেয় না এসব অজুহাত দেখিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না। জনগণকে নিজেদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রোগ্রামে মোটিভেট করাটাও রাজনীতির সবচেয়ে বড় কাজ বটে।

বলাই বাহুল্য এদেশে আওয়ামী-বিরোধী সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক জোট বিএনপি ও তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ঐক্যফ্রন্টসহ ২০-দলীয় জোট। তাদের কর্মকাণ্ড বিগত নির্বাচনের পর আরও ঝিমিয়ে পড়া এবং একেবারেই সীমিত। কিন্তু যখনই বুয়েটে আবরার হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়ংকর ও নিকৃষ্ট ঘটনাটি ঘটলো তারপর থেকেই আমরা হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি এই রাজনৈতিক জোটটি তৎপর হয়ে উঠলো। তারা আবরার হত্যার বিচার চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে বিএনপি নেতা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি এবং সর্বশেষ ড. কামাল হোসেনের মতো ব্যক্তিত্বও আবরার হত্যার প্রতিবাদে শোক র‍্যালি করতে গিয়ে সরকারকে পদত্যাগের দাবি জানিয়ে আসলেন। এতে জনগণের কাছে কী বার্তা গেলো? এদেশের জনগণ এরকম মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত এবং এরকম হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে চলে আসা রাজনীতি দেখেও অভ্যস্ত। তারা ধরেই নিয়েছে যে, আবরার হত্যাকাণ্ড কোনো ইস্যুই নয় এই রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমটির জন্য, বরং এরা নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য আবরার- এর লাশকে পুঁজি করতে চাইছে। নিহত আবরারের বাবা তাই যথার্থই বলেছেন যে, তার মৃত ছেলেকে নিয়ে কেউ যেনো রাজনীতি না করেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমরা জানি যে, এদেশে লাশের রাজনীতির একটি গুরুত্ব রয়েছে। আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লাশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রের লাশ এদেশের নোংরা রাজনীতির সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এদেশের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ টেলিফোনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি লাশ ফেলে তা দিয়ে সরকার পতনের কথা বলেছিলেন। এক্ষেত্রে তাই আবরার হত্যাকাণ্ড দিয়ে নিঃসন্দেহে 'সরকার ফেলে' দেওয়ার স্বপ্ন দেখতে কারোরই দেরি হয়নি। সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক জোটটি এখন তাই আবার মাঠে নামার চেষ্টা করছে আবরার হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়ে। সরকারও প্রথম দিকে যতোটা এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'সিরিয়াস' ও দৃঢ়তা দেখিয়েছে এখন যতোই হত্যাকাণ্ডটিকে রাজনৈতিক চেহারা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সরকারও ততোটা শক্ত অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করছে। দু'টি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

এক. ঐক্যফ্রন্টের শোকর‍্যালি শুরুর আগে প্রেসক্লাবে আয়োজিত সভায় ড. কামাল হোসেন যদি আবরার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে চরম রাজনৈতিক ভাষায় সরকারের সমালোচনা না করে ও 'সম্মান নিয়ে পদত্যাগ করার' দাবি না জানাতেন, কেবলমাত্র আবরার হত্যার বিচার চেয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম থাকতেন তাহলে হয়তো সরকারের পক্ষ থেকেও তাদের শোকর‍্যালিতে বাধা আসতো না। কিন্তু সরকার এখন যুক্তি দেবে এটা কোনো শোকর‍্যালি ছিল না, ছিল সরকার পতনের রাজনৈতিক মিছিল। যদিও সে জন্যই সরকার এই মিছিলে বাধা দিতে পারবে তাও কাম্য নয়, কিন্তু এদেশের রাজনীতিতে এরকম মিছিলে বাধা প্রদানতো প্রচলিত 'প্র্যাকটিস'।

দুই. আবরার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ এবং জাতিসংঘ কঠোর বিবৃতি দিয়েছে। তারা সরকারের সমালোচনা করে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'র জন্য আবরারকে হত্যা করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়েই বিবৃতি দিয়েছেন বলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। প্রশ্ন হলো, এই যে হত্যাকাণ্ডের মোটিফ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে বিচার প্রক্রিয়ায় জটিলতার সৃষ্টি করবে। কারণ বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে ভিন্নমত প্রকাশের কারণে একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সেগুলো সম্পর্কে এরকম কোনো বিবৃতি আমরা দেখিনি। যথারীতি সরকার এই প্রশ্ন তুলেই জাতিসংঘের প্রতিনিধিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে তলব করে তার বিবৃতির ব্যাখ্যা দাবি করেছে এবং তাকে একথাটিই বলেছে যে, যুক্তরাজ্য কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় প্রতিদিনই একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে যা মূলতঃ বর্ণবাদ, ঘৃণাবাদ, শ্রেষ্ঠত্ববাদ কিংবা ধর্মবাদী সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার কারণে। এসব বিষয়ে জাতিসংঘকে কখনও কোনো বিবৃতি প্রদান করতে দেখা যায় না, তাহলে বাংলাদেশে কেন এরকমটি হলো? বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাহীন বলে? নাকি এখনও পশ্চিম মনে করে যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাদের হস্তক্ষেপের অবাধ অধিকার রয়েছে?

ওপরের এই দুই উদাহরণ থেকে আমরা সরকারের দৃঢ়তার পরিচয় সামান্য হলেও পেলাম, আশা করবো আবরার হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দ্রুততার সঙ্গে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সরকার এই দৃঢ়তার পরিচয় দেবে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'সরকার পতনের রাজনীতি' যদি আরও জোরেশোরে শুরু হয় সেক্ষেত্রে সরকার কতোটা দৃঢ় থাকবে সে প্রশ্ন এখনই তুলে রাখা গেলো। আমি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আবরার হত্যাকাণ্ড একটি ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরতম ঘটনা, যা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে, রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এবং শিক্ষায়তনগুলোর অচলাবস্থাকে শোধরানোর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে এই হত্যাকাণ্ডকে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করা হবে সেই মুহূর্তে এই হত্যাকাণ্ড থেকে বৃহৎ অর্জনের পথটি রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। বার বার আমরা দেখেছি যে, আমরা বৃহৎ অর্জনের চেয়ে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে বেশি পারদর্শি, এক্ষেত্রেও পরিস্থিতি সেদিকে নেয়া হচ্ছে বলেই লক্ষ্যমান। দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী এই হত্যাকাণ্ডে হতবাক, ভীত ও ক্ষুব্ধ। এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার না হলে জনগণ তার জবাব সরকারকে দেবে, এটাও নিশ্চিত। কিন্তু সে জন্য সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নিজস্ব রাজনীতির সঙ্গে আবরার হত্যাকাণ্ডকে ঢাল হিসেবে ব্যবহারের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই- এটাও জনগণ নিশ্চিত করেই জানে।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট।

দুর্নীতি, জুয়া, মাদক ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে লড়াই

মুক্তমত

মো. জাকির হোসেন

দুর্নীতি, জুয়া, মাদক ও ব্যভিচার বাংলাদেশের অতি পুরনো ও জটিল সমস্যা। ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হিসেবে তৎকালীন পূর্ববাংলায় এ সমস্যা প্রকটভাবেই ছিল। ৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্তির পরও ছিল। আর স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরও লড়াই চলছে দুর্নীতি, জুয়া, মাদক ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। ভারতের মেকিয়াভ্যালি খ্যাত কৌটিল্য-র কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র'-এর বয়ান অনুযায়ী আমাদের দুর্নীতির বয়স কম করে হলেও ২ হাজার ৩১৮ বছর। কৌটিল্য লিখেছেন, 'সব উদ্যোগ নির্ভর করে অর্থের ওপর। সেজন্য সবচেয়ে অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত খাজাঞ্চিখানার দিকে। তহবিল তসরুফ বা অর্থ আত্মসাতের চল্লিশটি পদ্ধতি আছে। জিহ্বার ডগায় মধু বা বিষ রেখে তার স্বাদ আস্বাদন না করে থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনি কোনও রাজকর্মচারির পক্ষে সরকারের অর্থ একটুকুও চেখে না দেখে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। পানিতে বিচরণরত মাছ কখন পানি পান করে তা জানা যেমন অসম্ভব, অনুরূপ রাজ কর্মচারির তহবিল তসরুফ নির্ণয়ও অসম্ভব'। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০অব্দে সংকলিত মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে মনু-র আইনের ১২৪ নং বিধিতে দুর্নীতি বিষয়ে বলা হয়েছে 'রাজার দায়িত্ব হলো, যে সব অপরাধপ্রবণ কর্মচারি মামলার বিভিন্ন পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেন, তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া ও তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা'। ষোলো শতকের কবি মুকুন্দরামের কবিতায় রাজস্ব কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও মলুয়া লোকগীতিতে কাজির (বিচারকের) দুর্নীতি বিষয়ে উদ্ধৃতি রয়েছে।

যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৩০০০ বছর আগে ইরাক, সিরিয়া, তুরস্কের বিভিন্ন জায়গায় বাজি খেলা ও ছোট ছোট গুটি আকৃতির বস্তু দিয়ে যে জুয়ার প্রচলন, তাই এখন রূপ পাল্টে ক্যাসিনো নাম ধারণ করেছে। অনেকটা গ্রামাঞ্চলের 'আন্ডা ভাজা'-র শহুরে নাম 'ওমলেট' এর মতো। 'মহাভারত'-এ জানা যায় প্রাচীন ভারতে জুয়া খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে জুয়া একটি বড় বাজার দখল করে আছে। একটি পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৪ হাজার ৫০০ কোটি ইউএস ডলার পরিমাণ অর্থ জুয়া খেলায় ব্যবহৃত হয়েছে, যা ২০১৯-এর শেষে ৪ হাজার ৯৫০ কোটি মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদেশে মাদকের ব্যবহারও অনেক প্রাচীন। আফিম, গাঁজা, ভাং, ভাত পচিয়ে চুয়ানি, খেজুর ও তালের রসের তাড়ি মাদক হিসেবে ব্যবহার করতো মানুষ। কিন্তু এর ব্যবহার ছিল অতি সীমিত। বাণিজ্যিকভিত্তিতে এসবের বাজারজাত-বিপণন হতো না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এর বিস্তার ঘটে। ইংল্যান্ড থেকে মদ আমদানি করা হয়। ইংরেজদের বদন্যতায় গড়ে ওঠা এ দেশীয় ধনিক, বণিক, আমলা, মুৎসুদ্দী, ভূ-স্বামী, জমিদার শ্রেণি ইংরেজদের জীবনযাত্রার অনুকরণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজরা আইন করে শহর, নগর, বন্দর এলাকায় অ্যালকোহল ও অন্যান্য মাদক উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়ায় কেরু এন্ড কোম্পানি নামে একটি অ্যালকোহল কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অনেকেই মনে করেন ইংরেজরা এ দেশের মানুষের চরিত্রহননের জন্য মাদকের পাশাপাশি যৌনপল্লি প্রতিষ্ঠা করে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরা এ দেশে আসার অনেক আগে থেকেই প্রাচীন ভারতে, ধনিক শ্রেণির মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত ছিল, তারা 'নগর

বন্ধ চুয়াডাঙ্গার ৫টি রেলস্টেশন ধুঁকছে বাকিগুলোও

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ▸
জেলার ১০টি রেলস্টেশনের মধ্যে জনবল সংকটের কারণে পাঁচটিই বন্ধ হয়ে গেছে। বাকিগুলোতেও নেই কোনো যাত্রীসেবা, টিকেট কিনতেও যেতে হয় পাশের যশোর ও খুলনা জেলায়। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অভিযোগ জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয় না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে প্রত্যেকটি রেলস্টেশনের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে খুব দ্রুতই চালু করা হবে আশ্বাস মিলেছে রেলওয়ের বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে।

চুয়াডাঙ্গার ১০টি রেলস্টেশন হলো- আনসারবাড়িয়া, উথলী, দর্শনা হল্ট, আন্তর্জাতিক স্টেশন দর্শনা, জয়রামপুর, গাইদঘাট, চুয়াডাঙ্গা, মোমিনপুর, মুন্সীগঞ্জ ও আলমডাঙ্গা। এর মধ্যে আনসারবাড়িয়া, জয়রামপুর, গাইদঘাট, মোমিনপুর ও আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের সরকারি কার্যক্রম জনবল সংকটের কারণে বন্ধ রয়েছে। তবে এসব স্টেশন থেকে বেসরকারি ট্রেনগুলো যাত্রী পরিবহন করে।

জীবননগর উপজেলার আব্দুলবাড়ীয়া গ্রামের ব্যবসায়ী জাহিদ ও আব্দুল লতিফ জানান, আনসারবাড়িয়া রেলস্টেশনের কার্যক্রম ভালোভাবেই চলছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে স্টেশনটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকারদলীয় লোকজন গোটা স্টেশন দখল করে নিয়েছে। বেশি দিন বন্ধ থাকলে স্টেশনটি আরও অকেজো হয়ে যাবে আশংকা প্রকাশ করেন তারা।

জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের সংবাদকর্মী সালাউদ্দীন কাজল জানান, উথলী রেলস্টেশনে যাত্রীদের বসার জায়গা থাকলেও কোনো শৌচাগার নেই। এ কারণে যাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মিজানুর রহমান বলেন, 'এ

স্টেশন থেকে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ জেলার যাত্রীরা ট্রেনে যাতায়াত করে। স্টেশনে প্রতিদিন দেড় হাজারের মতো যাত্রী বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। স্টেশনের টিনসেড জরাজীর্ণ ও ফুটো হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টিতে যাত্রীরা ভিজে যায়। এছাড়া বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায় লোডশেডিংয়ে পুরো এলাকা অন্ধকার থাকে।'

টিকেট না পাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আন্তঃনগর ট্রেনে তিন জেলার যাত্রীর চাপ থাকলেও এখান থেকে টিকেট পাওয়া যায়না। কমপক্ষে ৬০টি তাপানুকূল ও কেবিনের টিকেট দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে কিছুটা ঝামেলা মুক্ত থাকা যায়। যাতায়াতের জন্য এ টিকেটগুলো বেশি দামে যশোর ও খুলনা থেকে কিনতে হয় যাত্রীদের। এখান থেকে টিকেট বিক্রি হলে রেলের রাজস্ব বাড়বে, সেই সঙ্গে যাত্রীরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবে।'

টিকেট বিক্রির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন রেল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ আশা করে তিনি আরও জানান, গত জুন মাসে চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে যাত্রীদের কাছে ৬০ লাখ ৮৯ হাজার ৯২৪ টাকা, জুলাই মাসে ৫৭ লাখ ৪৬ হাজার ৯৩৬ টাকা ও আগস্ট মাসে ৬২ লাখ ৫২ হাজার ৮৭১ টাকার টিকেট বিক্রি হয়েছে।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গার মোমিনপুর রেলস্টেশন সরকারিভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও সেখানে বেসরকারিভাবে মেইল ও লোকাল ট্রেনের চলাচল করছে। তবে প্ল্যাটফর্মের অবস্থা খুবই খারাপ। এছাড়া এর একাংশ দখল করে অবৈধভাবে গড়ে তোলা হয়েছে আওয়ামী লীগের কার্যালয়।

সরকারিভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া মুন্সীগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রত্যেকদিনই বেসরকারিভাবে চলাচল করা ট্রেনগুলো ছেড়ে যাচ্ছে। টিকেট বিক্রির ছোট একটি বন্ধ ঘরে সিগনালের কার্যক্রম পালাক্রমে পরিচালনা করছেন গেটম্যান আব্দুল গনি ও বিল্লাল হোসেন।

গেটম্যান আব্দুল গনি বলেন, 'খুব সমস্যার মধ্যেই এ দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এটা দেখার কেউ নেই।' পাকশী রেলওয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক আহসান উল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, 'চুয়াডাঙ্গা জেলায় থাকা ১০টি স্টেশনের মধ্যে ৫টি স্টেশনের সরকারি কার্যক্রম জনবল সংকটের কারণে বন্ধ রয়েছে। তবে বেসরকারি ট্রেনগুলো এ সব স্টেশনে থেকে যাত্রী ওঠানামা করায় এবং টিকেট বিক্রি করে। জনবল সংকট নিরসন করে সরকারিভাবে প্রত্যেকটি রেলস্টেশনের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে খুব দ্রুতই চালু করা হবে।'

টিকেট সংকটের বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটা ওপরের ব্যাপার। সে কারণে এ বিষয়ে মন্তব্য করা যাবে না।'

মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় মা-ছেলেকে মারধর

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি ▸
বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় এক মাদকাসক্ত যুবকের বিরুদ্ধে মা ও ছেলেকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার হারতা ইউনিয়নের পশ্চিম হারতা গ্রামে মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত গৃহবধূর শ্বশুর মজিবুর রহমান বাদী হয়ে দু'জনকে আসামি করে উজিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

আহত গৃহবধূর পরিবার ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের ওয়াহেদ আলী মৃধার মাদকাসক্ত ছেলে কামাল হোসেন মৃধা (৩৫) সহযোগীদের নিয়ে মোশারফ হোসেনের বাড়ির বাগানে নিয়মিতভাবে মাদক সেবন করতেন। বেশ কয়েকবার তাঁকে সেখানে বসে মাদক সেবন করতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু তারপরও কামাল সেখানে বসে মাদক সেবন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সোমবার বেলা ১১টার দিকে কামাল তাঁর সহযোগীদের নিয়ে মাদক সেবনের সময় মোশারফের স্ত্রী ঝর্না বেগম (৪০) তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মঙ্গলবার সকাল সাতটার দিকে কামাল ঝর্নার ঘরে ঢুকে তাঁকে মারধর করেন। এ সময় বাধা দিতে এলে ঝর্নার ছেলে ওমর ফারুককেও (১২) পিটিয়ে জখম করেন। এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করলে প্রাণনাশের হুমকিও দেন কামাল।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত কামাল হোসেন মৃধা বলেন, ঐ পরিবারের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা হয়েছে। তবে হামলার অভিযোগ সঠিক নয়।

উজিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিশির কুমার পাল বলেন, এ ঘটনায় আহত গৃহবধূর শ্বশুর মজিবুর রহমান বাদী হয়ে কামাল হোসেন মৃধা ও তাঁর বাবা ওয়াহেদ আলী মৃধাকে আসামি করে একটি মামলা করেছেন।

এসএসসি পাস করে এমবিবিএস ২শ' নারীকে ডাক্তারি প্রশিক্ষণ!

বরিশাল প্রতিনিধি ▸
নাম মো. রফিকুল ইসলাম। বয়স ৩৮। এসএসসি পাস করে একটি ওষুধের দোকানে কিছুদিন কাজ করেছেন। এর কিছুদিন পর নিজেকে এমবিবিএস, ডিসিএইচ (ভারত), মেডিসিন, মা ও শিশু বিশেষজ্ঞ, চর্ম ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছেন রফিকুল। এই পরিচয়ে রোগীদের চিকিৎসাসেবা ছাড়াও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে প্রায় ২০০ জন নারীকে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিলেন রফিকুল ইসলাম। বরিশালের বাকেরগঞ্জ শহরের চৌমাথা হাওলাদার মার্কেটে রফিকুলের চেম্বার। চেম্বারের পাশেই তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রশিক্ষণের নামে ২০০ জন নারীর কাছ থেকে তিনি হাতিয়ে নিয়েছেন বিপুল পরিমাণ অর্থ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে র‍্যাব-৮-এর সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। আটকের পর রফিকুল ইসলামের স্বীকারোক্তিতে বেরিয়ে আসে এসব তথ্য। রফিকুল বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার রাংতা গ্রামের মৃত হাতেম আলী মোল্লার ছেলে। র‍্যাব-৮-এর উপ-অধিনায়ক মেজর খান সজিবুল ইসলাম বলেন, সবার চোখে ধুলা দিয়ে হাওলাদার মার্কেটে চেম্বার নিয়ে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন রফিকুল ইসলাম। প্রায় দুই মাস ধরে চিকিৎসা দিচ্ছেন তিনি। তার অপচিকিৎসায় অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মেজর খান সজিবুল ইসলাম বলেন, সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগীদের ভুল বুঝিয়ে দালালদের মাধ্যমে নিজের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসতেন রফিকুল। রফিকুলের চিকিৎসা ডিগ্রি না থাকলেও একটি কেন্দ্র খুলে ২০০ নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিলেন। তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিলেন তিনি। বিষয়টি নজরে এলে র‍্যাব সদস্যরা অভিযান চালায়। এ সময় চিকিৎসক হিসেবে বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেননি রফিকুল। রফিকুলকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে স্বীকার করেছেন এসএসসি পাস করেছেন। এরপর আর লেখাপড়া করেননি। মেজর খান সজিবুল ইসলাম আরও বলেন, আটকের পর রফিকুলকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে রফিকুলকে এক বছর কারাদণ্ড এবং দুই লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. তরিকুল ইসলাম।

যৌতুক না পেয়ে গরম তেলে পোড়ালো স্ত্রীকে

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ▸
স্ত্রীর গায়ে গরম তেলে ঢেলে পুড়িয়ে দিলেন এক পাষণ্ড স্বামী। শুধু তাই নয়, বিনা চিকিৎসায় তাকে সাত দিন ঘরে তালা বন্ধ করেও রাখেন তিনি। যৌতুকের ৫০ হাজার টাকা না দিতে পারাই সেই গৃহবধূর দোষ। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় স্ত্রী নাছিমা খাতুনকে যৌতুকের জন্য অমানবিকভাবে নির্যাতন করেছেন স্বামী আসাদুল মিয়া। ফুলবাড়িয়ার কুশমাইল ইউনিয়নের ধামর গ্রামে গত মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। তবে সোমবার সকালে নাসিমার বাপের বাড়ির লোকজন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। ঘরের তালা ভেঙে তারা নাছিমাকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ীয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার ভুক্তভোগী নাসিমা খাতুন জানান, বিয়ের সময় তার স্বামীকে দেড় লাখ টাকা যৌতুক দেয়া হয়। সম্প্রতি আরো ৫০ হাজার টাকা যৌতুকের জন্য তাকে মারধর করতেন আসাদুল। তিনি বলেন, 'গত মঙ্গলবার দুপুরে রান্না করছিলাম। সে সময় যৌতুক নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে রান্নার গরম তেল আমার গায়ে ঢেলে দিয়ে শরীর ঝলসে দেন আমার স্বামী। বিষয়টি যাতে কেউ জানতে না পারে, সে জন্য আমাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে সাত দিন আটকে রাখে। বিষয়টি আমার শ্বশুর তোতা মিয়া, শাশুড়ি রহিমা খাতুনও জানেন। কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ নেননি।' নাছিমার ভাই ইছাহাক আলী বলেন, 'আমার বোনকে এর আগেও বিড়ির ছ্যাকা দিয়ে নির্যাতন করেছে তার স্বামী। এবার গরম তেলে ঢেলে শরীর ঝলসে দিয়েছে। বিষয়টি আমার বোনের শ্বশুর-শাশুড়িও জানেন। কিন্তু বিষয়টি কাউকে না জানাতে হুমকি দেয় নাছিমাকে। তারা বলেন, বিষয়টি কাউকে জানালে কোলের শিশুটিকে মেরে ফেলা হবে।' ভুক্তভোগীর স্বামী আসাদুল মিয়ার পরিবারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তাদেরকে পাওয়া যায়নি। তারা গা ঢাকা দিয়েছেন। নাওগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'গরম তেলে গৃহবধূর শরীর ঝলসে দেয়া হয়েছে। তার চোখের ডান পাশ মারাত্মকভাবে ক্ষত হয়েছে।' ফুলবাড়িয়া থানার ওসি ফিরোজ তালুকদার বলেন, 'এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।' ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আলামিন জানান, বিষয়টি তার জানা নাই। তবে খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঘটনা 'আত্মহত্যা' বলেও 'মীমাংসা'য় লেনদেন পৌনে ৩ লাখ টাকা!

মাগুরা প্রতিনিধি ▸
মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার সোনাতুন্দি গ্রামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটিকে 'আত্মহত্যা' দাবি করা হলেও তা 'মীমাংসা' করতে প্রায় পৌনে তিন লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জেসমিন নাহার (২০) নামে ঐ গৃহবধূর মৃত্যুর পর মঙ্গলবার দুপুরে সালিশ বৈঠকটি হয়। এতে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ ওঠে ঐ নারীর পরিবার ও একাধিক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। যদিও অভিযুক্তরা অর্থনৈতিক লেনদেনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। জেসমিন মাগুরা সদরের হাজরাপুর ইউনিয়নের বাঁশতৈল গ্রামের আব্দুল আজিজ বিশ্বাসের মেয়ে। গত মার্চ মাসে শ্রীপুরের সম্বালপুর ইউনিয়নের সোনাতুন্দি গ্রামের আবু কালাম মোল্যার ছেলে রেন্টু মোল্যার (৩০) সঙ্গে তার বিয়ে হয়। স্থানীয় সূত্র জানায়, রেন্টু সম্প্রতি ব্যবসায়িক কাজে দুই লাখ টাকা যৌতুকের জন্য জেসমিন ও তার পরিবারকে চাপ দিচ্ছিলেন। যৌতুক দিতে না পারায় সোমবার (১৪ অক্টোবর) সকালে জেসমিনকে মারধর করেন রেন্টু। এতে অভিমানে রাতেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন জেসমিন। মঙ্গলবার সকালে জেসমিনের বাবা আব্দুল আজিজ তার মিলন নামে এক প্রতিবেশীকে দিয়ে অভিযোগ করেন, যৌতুকের দাবিতে তার মেয়েকে জামাইসহ পরিবারের লোকজন মারপিট ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। এখন তারা বিষয়টি 'আত্মহত্যা' বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে রেন্টুর সম্বালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল হোসেন মোল্যা, জেসমিনের হাজরাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন, শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীরসহ স্থানীয় মাতব্বররা সালিশ বৈঠকে বসেন। এতে জেসমিনের বাবা আব্দুল আজিজ উপস্থিত হন। সালিশে উপস্থিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, বৈঠকে জেসমিনের পরিবারকে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা ও এসআই জাহাঙ্গীরকে দুই পক্ষ থেকে ১০ করে ২০ হাজার টাকা দিয়ে ঘটনার 'মীমাংসা'র সিদ্ধান্ত হয়। যোগাযোগ করলে সম্বালপুর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার খবির হোসেন সালিশে উত্থিত অর্থনৈতিক মীমাংসার বিষয়টি স্বীকার করে জানান, তিনি এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলে বিষয়টি অন্যায় হবে। অভিযোগের বিষয়ে সম্বালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুরুল হোসেন মোল্যা জানান, তিনি সালিশের এক পর্যায়ে সেখান থেকে চলে আসেন। তবে শুনেছেন 'সামান্য কিছু লেনদেনের মাধ্যমে' বিষয়টির মীমাংসা হয়েছে। হাজরাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন জানান, বিষয়টি আত্মহত্যা হওয়ায় জেসমিনের পরিবার কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয়নি। তবে বিয়ের সময় স্বর্ণালংকারসহ অন্যান্য খরচ বাবদ জেসমিনের বাবাকে ছেলেপক্ষ থেকে কিছু টাকা দেওয়ার কথা হয়েছে। এ ব্যাপারে জেসমিনের স্বামী রেন্টু মোল্যা ও শ্বশুর আবু কালামের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করা হলেও তারা সাড়া দেননি। জেসমিনের বাবা যে ফোন নম্বর থেকে মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে বলে সকালে অভিযোগ করেছিলেন, ঐ নম্বরে ফোন করলে মিলন পরিচয়দাতা ব্যক্তি বলেন, পরিবার প্রথমে বিষয়টি হত্যা বলে মনে করলেও পরে ঘটনাটি 'আত্মহত্যা' বলে মনে হয়েছে। যে কারণে বিষয়টি মীমাংসা করে ফেলা হয়েছে। যোগাযোগ করলে শ্রীপুর থানার এসআই জাহাঙ্গীর ও অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুর রহমান বলেন, তারা অনেক চেষ্টা করেও মরদেহের ময়না-তদন্ত করাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে সালিশে অর্থ লেনদেনের বিষয়টি তারা অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) খান মুহাম্মদ রেজোয়ান জানান, কোনো অভিযোগ নেই মর্মে জেসমিনের মা-বাবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়না-তদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

স্কুলছাত্রী অহরণের অভিযোগে বখাটে গ্রেপ্তার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি ▸
স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগে শাওন নামের এক বখাটে যুবককে গ্রেপ্তার করেছে গাইবান্ধা থানা পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে গ্রেপ্তারের পর তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানায়, বোয়ালী ইউনিয়নের আবু বক্কর সিদ্দিকের দশম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ে গত ১১ অক্টোবর স্কুলে যাচ্ছিল। পথে বাংলা বাজার এলাকার বখাটে শাওন বন্ধুদের সহযোগিতায় মেয়েটির মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মোটরসাইকেলে করে অপহরণ করে। পরে মেয়েটিকে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে শাওনের এক স্বজনের বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখে। এ ব্যাপারে মেয়ের বাবা বাদী হয়ে গত ১৩ অক্টোবর গাইবান্ধা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালিয়ে দিনাজপুরের পার্বতীপুর থেকে বখাটে শাওনকে গ্রেপ্তার করে। সে সময় মেয়েটিকে উদ্ধার করে গাইবান্ধায় ফিরিয়ে আনা হয়।

গাইবান্ধা থানার ওসি খান মোহাম্মদ শাহরিয়ার বলেন, 'দোষীকে গ্রেপ্তার করে আজ (মঙ্গলবার) সকালেই আদালতে পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে মেয়েটিকে উদ্ধার করে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।'

গরু চুরি করে পালানোর সময় পিকআপের তেল শেষ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ▸
সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার ধোপাডাঙ্গা এলাকায় গরু চুরি করতে এসে ধরা পড়েছেন পাঁচ চোর। বুধবার ভোরে উপজেলার সখিপুর ইউনিয়নের ধোপাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় চোরাই গরু, একটি পিকআপ, দু'টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। আটককৃতরা হলেন দেবহাটার ধোপাডাঙ্গা গ্রামের মোহাম্মাদ আলীর ছেলে আলা উদ্দীন, আব্দুল গফফার গাজীর ছেলে জাহাঙ্গীর, কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা পশ্চিম পাইকাড়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে রাজু, সাতক্ষীরা সদরের বকচরা গ্রামের আব্দুল গফফার গাজীর ছেলে পিকআপচালক জহুরুল ও হেলপার একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সাইফুল ইসলাম।

ধোপাডাঙ্গা গ্রামের কেশব সরকার বলেন, সংঘবদ্ধ চোরেরা আমার গোয়াল ঘর থেকে একটি গরু চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। গরুটি তারা পিকআপে করে পালিয়ে যাওয়ার সময় পিকআপের জ্বালানি তেল ফুরিয়ে যায়। পরবর্তীতে গরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এলাকার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে চুরি হওয়া গরুটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় পিকআপ, দু'টি মোটর সাইকেলসহ পাঁচ চোরকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়া হয়।

দেবহাটা থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ বিপুব কুমার সাহা বলেন, আটকরা দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় চুরি করে আসছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আটক চোরদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভাঙল হরিজনপল্লির সাঁকো, নিহত ১

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ▸
টাঙ্গাইল শহরের জেলা কারাগারের পাশের হরিজনপল্লিতে বাঁশের সাঁকো ভেঙে পড়ে এক নারী নিহত এবং ছয়জন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ঐ নারীর নাম শুভা রানী রাপ্তুত (৪০)। তিনি হরিজনপল্লির সুবল লাল রাওয়ের স্ত্রী। আহত ব্যক্তিরা হচ্ছেন বলাই হরিজন (৫৪), আনন্দ রাও (২৫), সালমান হরিজন (২৫), প্রীতম হরিজন (২২), অজয় হরিজন (২৭) ও বিশ্বনাথ হরিজন (৩৬)। তাঁরা একই পল্লির বাসিন্দা। স্থানীয় লোকজন জানান, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে হরিজনপল্লির শুভা রানী রাপ্তুত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় প্রতিবেশীরা তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁরা শুভা রানীকে নিয়ে ঐ বাঁশের সাঁকো পার হওয়ার সময় সেটি ভেঙে খালে পড়ে যায়। আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে। পরে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক শুভা রানীকে মৃত ঘোষণা করেন।

টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র জামিলুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ছেউড়িয়ায় আজ বসছে তিন দিনব্যাপী সাধুর হাট

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ▸
কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেউড়িয়ায় কালীগঙ্গা নদীর তীরে এখন সাজসাজ রব। ফকির লালন সাঁইয়ের ১২৯তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আজ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে তিনদিনের লালন স্মরণ উৎসব ও গ্রামীণ মেলা।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং লালন একাডেমির আয়োজনে এরইমধ্যে শেষ হয়েছে সব প্রস্তুতি। বুধবার সন্ধ্যায় শুরু হয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। মঙ্গলবার আখড়া ঘুরে দেখা যায়, বিকেল থেকেই আসতে শুরু করেছেন লালনভক্ত ও অনুসারীরা। উৎসবের তিনদিন আখড়াবাড়ির ভেতরে এবং বাইরে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা পরিবেশন করবেন লালন গীতি। পাশাপাশি লালন মঞ্চে থাকবে সারারাত গানের আয়োজন। ফকির লালন সাঁই দেহ ত্যাগ করার পর থেকে তার অনুসারীরা প্রতিবছর আখড়াবাড়িতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি স্মরণ করে আসছেন। লালন একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সেলিম হোসেন বলেন, বিশাল এই আয়োজনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। উৎসবে যোগ দিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসছেন সাধু-গুরু, বাউল, ভক্তরা।

লালন মাজারের খাদেম ফকির মোহাম্মদ আলী সাঁই বলেন, ভোরে গুরুকার্যের মধ্য দিয়ে শুরু হবে ফকির লালন সাঁইয়ের ১২৯তম তিরোধান দিবস। লালন অনুসারী ও ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন। উৎসবের তিনদিন আখড়া পরিণত হবে গুরুশিষ্যর মিলন মেলায়।

লালন স্মরণ উৎসব ও গ্রামীণ মেলাকে কেন্দ্র করে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম তানভীর আরাফাত বলেন, এত বড় আয়োজনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মৌলভীবাজারের রাজনগরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি ▸
মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার করাইয়া বাজার, তারাপাশা রোড, তারাপাশা বাজার ও তার আশপাশের এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গত রোববার (১৩ অক্টোবর) ভোক্তা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারায় এ জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন এর নেতৃত্বে অভিযানে সহযোগিতা করেন রাজনগর থানার পুলিশ ফোর্স। অভিযানকালে করাইয়া বাজারে অবস্থিত রহমান ভেরাইটিজ স্টোরকে ১ হাজার ৫ শত টাকা, তারাপাশা রোডে অবস্থিত জাকির ভেরাইটিজ স্টোরকে ১ হাজার ৫ শত টাকা, তারাপাশা বাজারে অবস্থিত কাকলি মেডিকেল হলকে ৪ হাজার টাকাসহ মোট ৭ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তা আদায় করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন উক্ত অভিযানে ওজনে কম দেওয়া, নিষিদ্ধ ঘোষিত খাদ্য পণ্য বিক্রয় করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় করাসহ বিভিন্ন অপরাধে এ সকল জরিমানা করেন।

শ্রীমঙ্গলে ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা : মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভৈরবগঞ্জ বাজার, শ্রীমঙ্গল রোড, কালাপুর বাজার ও তার আশপাশের এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ভোক্তা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারায় এ জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন এর নেতৃত্বে অভিযানে সহযোগিতা করেন পুলিশ লাইনের পুলিশ ফোর্স। অভিযানকালে শাহ মোহাম্মদ আব্দুল শুকুর নামে একজন অভিযোগকারীর অভিযোগ তাৎক্ষণিক আমলে নিয়ে ভৈরবগঞ্জ বাজারে অবস্থিত মেসার্স পাল ব্রাদার্সকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং অভিযোগকারীকে জরিমানার ২৫ শতাংশ ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল- মূল্য তালিকায় পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি বিক্রয় মূল্য ৮৫ টাকা লেখা থাকলেও অভিযোগকারীর কাছে ১০০ টাকা বিক্রয় করেছেন। এছাড়াও অভিযানকালে শ্রীমঙ্গল রোডে অবস্থিত শ্রী শ্রী ঠাকুরবাণী মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ১ হাজার টাকা, কালাপুর বাজারে অবস্থিত মা ফার্মেসীকে ১ হাজার টাকাসহ মোট ৪ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তা আদায় করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন উক্ত অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্

বি নো দ ন

শাকিবের নায়িকা হওয়ার খবর নাকচ কোয়েলের

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
শাকিব খানের বিপরীতে 'হ্যাকার' নামে নতুন একটি চলচ্চিত্রে নায়িকা হিসেবে তার অভিনয়ের খবর গণমাধ্যমে এলেও তা নাকচ করলেন কলকাতার অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। শাকিব খানের নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিতব্য চলচ্চিত্রটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন আলোচিত পরিচালক মালেক আফসারী। পরিচালকের বরাতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ চলচ্চিত্রে শাকিবের নায়িকা হিসেবে কোয়েল মল্লিকের অভিনয়ের খবর প্রকাশ হয়। তবে এ ছবির ব্যাপারে পরিচালকের সঙ্গে কোনো আলাপ হয়নি বলে নিশ্চিত করেছেন কলকাতার এ অভিনেত্রী। কোয়েল বলেন, 'এই ধরনের কোনো ছবির ব্যাপারে বাংলাদেশের কারও সঙ্গে আমার কথা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে অনেকে ফোন করছেন। বুঝতে পারছি না এমন খবর কীভাবে ছড়ালো!' দিনশেষে মালেক আফসারীও ভোল পাল্টিয়ে বলেন, 'কোয়েলের সঙ্গে আমাদের আসলে কথা হয়নি। আমরা আর সিনেমায় কোয়েলকে নেবো না। বাংলাদেশের নবাগত এ নায়িকাকে নিয়ে কাজ করব।' তাহলে তার বরাতে খবরটি কীভাবে ছড়াল তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি গণমাধ্যমে একেক সময়ে একেক বক্তব্য দিয়ে আলোচিত এ পরিচালক। তিনি জানান, ছবিটির কাজ শুরু হতে বেশ সময় লাগবে। শাকিবের 'আগুন' ও 'বীর' চলচ্চিত্রের শুটিং শেষ হওয়ার পর 'হ্যাকার' চলচ্চিত্রের শুটিং শুরু করবেন।

সিদ্দিকের সংসার ছাড়লেন মিম

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
নাট্য জগতের জনপ্রিয় কমেডি অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমান। বহু নাটকে তার হাস্যরসে মাখা অভিনয় দর্শকদের বিনোদন দিয়েছে। এই অভিনেতা ২০১২ সালের ২৪ মে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত স্পেনের নাগরিক মারিয়া মিমকে বিয়ে করেন। সিদ্দিকের স্ত্রী মিমও মিডিয়া জগতের মানুষ। তিনি মডেলিং ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিয়ের পরের বছর সিদ্দিক-মিম দম্পতির সংসার আলো করে আসে পুত্র সন্তান। নতুন সদস্যকে নিয়ে ভালোই চলছিল তাদের সংসার। তবে সাম্প্রতিক খবর হচ্ছে, দুই তারকার আলোকিত সংসার নাকি এখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভেঙে যাচ্ছে তাদের দাম্পত্য। সম্প্রতি সিদ্দিকের স্ত্রী মিমই গণমাধ্যমকে এ কথা জানিয়েছেন। মিমের দেয়া তথ্য মতে, কয়েক মাস ধরেই নানা কারণে সিদ্দিকের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়ে গেছে। বাধ্য হয়ে গত তিন মাস ধরে তিনি স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকছেন। এর কারণ প্রসঙ্গে মিম বলেন, কিছুদিন আগে তার একটি বিজ্ঞাপনে কাজ করার কথা ছিল। সে অনুযায়ী প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন এই মডেল ও অভিনেত্রী। বিজ্ঞাপনটির নির্মাতা ছিলেন রানা মাসুদ। কিন্তু হঠাৎই মিম জানতে পারেন, ঐ বিজ্ঞাপনে তাকে বাদ দিয়ে অন্য মডেল নিয়ে কাজ করা হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, তার স্বামী সিদ্দিকই নাকি তাকে বাদ দিয়ে অন্য মডেল দিয়ে কাজ করানোর জন্য নির্মাতা মাসুদ রানাকে প্রভাবিত করেন। স্বামীর এমন কাণ্ডে হতবাক মডেল ও অভিনেত্রী মিম।

বেলার দুই যৌনসঙ্গী এক নারী এক পুরুষ

বিনোদন ডেস্ক
দ্বিতীয়বারের মতো বহুগামী সম্পর্কে জড়িয়েছেন মার্কিন অভিনেত্রী তথা গায়িকা বেলা থর্ন। এ খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই। এর আগে মার্কিন র‍্যাপার মত সান ও ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব তানা মঙ্গিউয়ের সঙ্গে একই সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন বেলা। তবে সে ঘটনা অতীত। এবার তিনি সম্পর্কে রয়েছেন সংগীতশিল্পী বেঞ্জামিন ম্যাসকোলো এবং অপরিচিত এক নারীর সঙ্গে। তবে বেলার নতুন এই সম্পর্ক শুধু থ্রিসাম যৌনতা নয়, বরং তার থেকেও একধাপ এগিয়ে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন এই তিনজন। অর্থাৎ এক ধরনের জীবনযাত্রা। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে নয়া বান্ধবীর সঙ্গে তোলা টপলেস ছবিও পোস্ট করেছেন ২১ বছর বয়সী অভিনেত্রী বেলা। অর্ধনগ্ন দুই নারীর ছবি তুলেছেন বেলার প্রেমিক বেঞ্জামিন। দুই বান্ধবীর ছবিতে কমেন্টও করেছেন এই সংগীতশিল্পী। ছবির সঙ্গে বেলার ক্যাপশন, 'খুবই মিষ্টি মেয়ে। ক্যামেরা দেখলে লুকিয়ে পড়ে এমন কোনও মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম সম্পর্কে জড়ালাম।' কালো অন্তর্বাসে দুই নারীর ঐ ছবি ভাইরাল হতে সময় লাগেনি।

গান না গাইলেও নিক ও তার ভাইদের নিয়ে তৈরি ব্যান্ড 'জোনাস ব্রাদার্স'য়ের সম্পতি মুক্তি পাওয়া গান 'সাকার'য়ের মিউজিক ভিডিওতে প্রিয়াংকা চোপড়ার উপস্থিতি চমৎকৃত করেছে ভক্তদের।

প্রিয়াংকা চোপড়ার সুখের জীবন

বিনোদন ডেস্ক ▸
বিবাহিত জীবন নিয়ে সুখী হওয়ার রহস্য উন্মোচন করলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। সত্যি বলতে প্রেমে থাকলে জীবন যেন উড়ে চলে।
ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়ার জীবনটাও যেন সেরকমই। মার্কিন সঙ্গীতশিল্পী নিক জোনাসকে বিয়ের পর গত বছর ডিসেম্বরে এক বছর পূর্তি উৎসব করলেন। আরেক বছর পূর্তির আগেই 'দি স্কাই ইজ পিংক' খ্যাত অভিনেত্রী উন্মোচন করলেন বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়ার রহস্য।
ই! নিউজ'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই অভিনেত্রী বলেন, 'আমি জীবন নিয়ে তৃপ্ত। আর সেটাই সুখী হওয়ার রহস্য।'
আর এই সুখী হওয়ার কারণ কী? জানতে চাইলে প্রিয়াংকা বলেন, 'আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই মনে হয় 'ওহ আমার একটা ঘর আছে। মানে এটাই আমার বাসা, যে মানুষটার সঙ্গে আমি থাকছি সেই আমার ঘরবাড়ি। তার পরিবারকে আমিই পছন্দ করে নিয়েছি। এই অনুভূতি নিজের পরিবারের বাইরে আগে কখনও হয়নি।'
আর এই পরিবার আরও বড় করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেন প্রিয়াংকা।
তিনি বলেন, '১২ বছর বয়স থেকেই আমি মা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি। বাচ্চাদের আমি ভালোবাসি। নিজেরও সন্তান চাই। আর সময় হলে সেটা অবশ্যই হবে।'
এই দম্পতি পরিবার বড় করার স্বপ্নে থাকলেও এক সঙ্গে অন্তত কোনো গান নিয়ে কাজ করবেন না।
তিনি বলেন, 'বাপরে তার (নিক জোনাস) সঙ্গে গান করার কোনো দুঃসাহস আমার নেই।'
মজা করে তিনি আরও বলেন, 'গাড়িতে তার পাশে বসে আমি গান ধরলেই, সে এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যে গান থামিয়ে চুপ হয়ে যেতে হয়।'
গান না গাইলেও নিক ও তার ভাইদের নিয়ে তৈরি ব্যান্ড 'জোনাস ব্রাদার্স'য়ের সম্পতি মুক্তি পাওয়া গান 'সাকার'য়ের মিউজিক ভিডিওতে প্রিয়াংকা চোপড়ার উপস্থিতি চমৎকৃত করেছে ভক্তদের।

ছেলে তৈমুরকে নিয়ে বিপদে মা কারিনা কাপুর

বিনোদন ডেস্ক ▸
বলিউডে বেশ জনপ্রিয় মুখ নায়ক সাইফ আলী খান ও নায়িকা কারিনা কাপুর দম্পতি। বর্তমানে তাদের থেকেও বেশি জনপ্রিয় ছেলে তৈমুর আলী খান। ঘর থেকেই বাইরে বের হলেই তৈমুরের ছবি তোলার জন্য ঘিরে ধরে ফাটোশিকারীরা। এই ছোট্ট বয়সে তৈমুরও নাকি উপভোগ করতে শুরু করেছে এসব। এক সময় কাউকে ছবি তুলতে দেখলেই বিরক্ত হতো তৈমুর। এখন কেউ ছবি তুলতে আসলেই সে হাসে আর দারুণ করে পোজ দেয়। বলা চলে ফটোশিকারীরা এখন তৈমুরের বন্ধু। কিন্তু মজার বিষয় হলো তৈমুর নাকি ফটোগ্রাফার ছাড়া আর কারো কাছেই ছবি তুলতে চায় না। এমন কী মা-বাবা ছবি তুলতে আসলেও সে না করে। রীতিমতো ছেলে তৈমুরকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন মা। কারিনা ছবি তুলতে গেলেও এখন রেগে যাচ্ছে তৈমুর। সম্প্রতি কারণ জোহারের শোতে এসে করিনা জানান, ছেলের সঙ্গে ছবি তুলতে গেলেই সে বলে, 'আম্মা ছবি নয়'। এই বয়সেই ছেলে ফটোগ্রাফার প্রেমিক হয়ে ওঠায় বেশ অবাক হয়েছেন সাইফ-কারিনা দম্পতি। ঘরে নয়, বাইরে ছবি তুলতেই পছন্দ করছে শিশু তৈমুর আলী খান। বর্তমানে সিনেমার কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিনা কাপুর। মুক্তির অপেক্ষায় আছে তার অভিনীত 'গুড নিউজ' সিনেমাটি। এদিয়ে শুটিং চলছে তার আরও দু'টি সিনেমার সিনেমা দুটি হলো। 'তখত' ও 'আংরেজি মিডিয়াম'।

খেলার মাঠ →

পাকিস্তান সফর নিয়ে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
আগামী ২৩ অক্টোবর দু'টি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলতে পাকিস্তান সফরে যাওয়ার কথা নারী ক্রিকেট দলের। সালমা-রুমানাদের পাঠাতে ক্রিকেট বোর্ড পুরোপুরি প্রস্তুত। তবে বিসিবি এখনও বাংলাদেশ সরকারের সবুজ সংকেত পায়নি। দুবাইয়ে আইসিসির বোর্ড সভা শেষে ঢাকায় ফিরে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানে আমাদের একটি নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ দল যাবে। সেই দলের রিপোর্টের ওপরেই নির্ভর করছে সফরের ভাগ্য। এমনিতে দল পাঠাতে আমাদের অসুবিধা নেই। আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। তবে সবার আগে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছ থেকে নিরাপত্তা ছাড়পত্র দরকার।'
পর্যবেক্ষণ দলের পাকিস্তান সফরের তারিখ অবশ্য জানাতে পারেননি তিনি, 'আমি যতটা জানি কিছুটা দেরি হবে। নিরাপত্তা নিয়ে রিপোর্টের পরই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। নিরাপত্তাকে সবচেয়ে প্রাধান্য দিচ্ছি আমরা।'
তবে নারী ক্রিকেটাররা গেলেও কোচিং স্টাফের কোনও বিদেশি সদস্য যাচ্ছেন না পাকিস্তানে। ভারতীয় কোচ অঞ্জু জৈন অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানে যেতে পারবেন না তিনি। তার জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন অভিজ্ঞ কোচ দীপু রায়চৌধুরী।
সৌরভ গাঙ্গুলী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। খবরটা শুনে খুব খুশি বিসিবি সভাপতি, 'এটা খুবই ভালো খবর। সৌরভ গাঙ্গুলী বিসিসিআই সভাপতি হলে আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে। তার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব ভালো।'

টাইব্রেকারে হেরে বাংলাদেশের মেয়েদের স্বপ্নভঙ্গ

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
শিরোপা পুনরুদ্ধারের হাতছানি ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়ে ফুটবলারদের সামনে। কিন্তু হলো না। গতবারের হতাশা নতুন করে বুকে বিঁধলো। মেয়েদের সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের কাছে টাইব্রেকারে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করেছে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।
ভুটানের থিম্পুতে বাংলাদেশ-ভারত ফাইনালের নির্ধারিত সময় শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। শিরোপা নিষ্পত্তির জন্য ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ৫-৩ গোলের হারে শেষ হয় বাংলাদেশের মেয়েদের সাফ মিশন।
নির্ধারিত সময়ে ভারতের আধিপত্যই ছিল বেশি। বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও প্রতিপক্ষের কড়া রক্ষণ ও ভাগ্য সহায় না হওয়ায় গোলের দেখা পায়নি।

টাইব্রেকারেও ভাগ্য সঙ্গে না থাকায় হতাশায় ডুবতে হয়েছে লাল-সবুজ জার্সিধারীদের। স্পট কিকের শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশের মেয়েরা। ভারত প্রথম শটে লক্ষ্যভেদ করলেও বাংলাদেশের হয়ে কিক নিতে আসা অধিনায়ক শামসুন্নাহার মারে ক্রস বারে। আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা খাওয়া বাংলাদেশের মেয়েরা পরের তিন শট জালে জড়ালেও শেষ রক্ষা হয়নি। কারণ ভারতের কোনও শটই ঠেকাতে পারেনি বাংলাদেশের গোলরক্ষক রুপা চাকমা। তাই শিল্কি দেবীর শট জালে জড়াতেই শিরোপা উদযাপনে মাতে ভারত। ২০১৭ সালে প্রতিযোগিতাটির প্রথম আসরে এই ভারতকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। পরের বছর আবারও ফাইনালে মুখোমুখি হয় তারা ভারতের, সেবার অবশ্য ট্রফি হারাতে হয়েছিল বাংলাদেশের মেয়েদের। এবারের আসরেও শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হয় দল দু'টি। কিন্তু টাইব্রেকারে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে শামসুন্নাহারদের।

ভারতের মাটিতে এই ড্র জয়ের সমান

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে গোল খেলো বাংলাদেশ। তাতে ভারতের বিপক্ষে জয় হাতছাড়া হলো তাদের। কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তৃতীয় ম্যাচে ভারত-বাংলাদেশের ম্যাচটি হয়েছে ১-১ গোলের ড্র।
প্রথম মিনিটে পেনাল্টির জোরালো আবেদন করেছিল বাংলাদেশ। বক্সের মধ্যে বল কাড়তে গিয়ে রাহুল ভেকে ফেলে দেন মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে। ফাউল হলেও রেফারি পেনাল্টির আবেদনে সাড়া দেননি।
স্পষ্ট সুযোগ প্রথমে পায় ভারত। পঞ্চম মিনিটে তাদের দূর পাল্লার শট বিপদমুক্ত করে বাংলাদেশ। কিন্তু বল পান আশিক কুরুনিয়ান। তিনি বল দেন সুনীল ছেত্রীকে। বেঙ্গালুরু স্ট্রাইকারের ভলি সরাসরি গোলরক্ষক আশরাফুল ইসলাম রানা ধরেন।
১৩ মিনিটে ছেত্রীর দুর্বল হেড সহজে প্রতিহত করেন বাংলাদেশি গোলকিপার। চার মিনিট পর ভেকের শক্তিশালী হেড গোলপোস্টের ওপর দিয়ে চলে যায়। বাংলাদেশ দুর্দান্ত সুযোগ তৈরি করে ম্যাচের আধঘণ্টা পর। ৩১ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে লম্বা পাস ধরে বক্সের মধ্যে গোলপোস্টের সামনে বল পান বিপলু আহমেদ। কিন্তু তিনি শট নেওয়ার আগে আনাস এদাথোদিকা বল বিপদমুক্ত করেন।
৩৫ মিনিটে দারুণ সেন্তে ভারতকে হতাশ করেন রানা। ভেকের লম্বা থ্রো থেকে মানবীর হেড করেন, আচুলের আলতো ছোঁয়ায় বল মাঠের বাইরে পাঠান বাংলাদেশি গোলকিপার। ৩৯ মিনিটে আনাসের কাছ থেকে ছেত্রীর হেড গোলরক্ষকের কাছে চলে যায়। তবে বাংলাদেশ তিন মিনিট পর গোল উদযাপনে মাতে। ৪২ মিনিটে জামাল ভূইয়ার ফ্রি কিকে গোলকিপার গুরপ্রীত সিং পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে ফ্লাইট মিস করেন, এরপর সাদ উদ্দিনের দুর্দান্ত হেডে বল জড়ায় জালে। এই লক্ষ্যভেদী শটে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ।
বিরতির ষষ্ঠ মিনিট পর ২-০ করতে পারতো বাংলাদেশ। বাঁ দিকে দারুণ ড্রিবলে সোহেল রানা বল দেন নাবীব নেওয়াজ জীবনকে, কিন্তু তার লক্ষ্যে নেওয়া শট গুরপ্রীতের পায়ে লেগে মাঠের বাইরে যায়। ৫৫ মিনিটে বাংলাদেশকে হতাশ হতে হয় ইব্রাহিমের শট ক্রসবারে আঘাত করলে।

> বক্সের মধ্যে বল কাড়তে গিয়ে রাহুল ভেকে ফেলে দেন মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে। ফাউল হলেও রেফারি পেনাল্টির আবেদনে সাড়া দেননি। স্পষ্ট সুযোগ প্রথমে পায় ভারত।

৬০ মিনিটে বাংলাদেশকে স্বস্তি এনে দেন ইব্রাহিম। কর্নার থেকে অনিরুদ্ধ থাপার ক্রস বক্সের মধ্যে ঢোকে, আনাসের শক্তিশালী হেড গোলপোস্টের সামনে থেকে ব্লক করেন বাংলাদেশি উইঙ্গার। ৭২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে সাহালের জোরালো শট ঠেকিয়ে দেন রানা, যদিও ওই মুহূর্তে অফসাইডে ছিলেন উদান্ত।
পরের মিনিটে জীবন ভারতের রক্ষণভাগকে পেছনে ফেলে বল পান, গোলকিপার গুরপ্রীত তার চিপ আটকাতে পারেননি। গোললাইনের সামনে থেকে বল বিপদমুক্ত করেন আদিল খান। অফসাইডের বাঁশি বাজার পরও শট নেওয়ায় জীবন হলুদ কার্ড দেখেন। ৭৭ মিনিটে তার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মাহবুবুর রহমান সুফিল।
৭৬ মিনিটে ব্রান্ডনের কর্নার থেকে ছেত্রীর হেড গোলপোস্টের বাইরে দিয়ে গেলে হতাশ হয় স্বাগতিক দর্শকরা। ৮৪ মিনিটে ভারতের রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশ ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারতো। ডানপ্রান্ত থেকে সাদের ক্রস ভেকে বিপদমুক্ত করতে পারেননি। দুর্ভাগ্যবশত সুফিল ঠিক সময়ে শট নিতে না পারলে স্বস্তি পায় স্বাগতিকরা। ৮৮ মিনিটে ছেত্রীর শট বাংলাদেশ মাঠের বাইরে পাঠালে কর্নার পায় ভারত। ব্রান্ডনের কর্নার থেকে দুর্দান্ত হেডে ৮৯ মিনিটে সমতা ফেরান আদিল।

ভারতের অনুমতি না নিয়েই নতুন টুর্নামেন্টের ঘোষণা আইসিসির!

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ভারত বেশ কয়েকবার আপত্তি জানিয়েছিল। তবুও, সেই আপত্তি উপেক্ষা করে, ভারতের অনুমতি না নিয়েই আইসিসি সিদ্ধান্ত নিলো নতুন আরো একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করার। ২০২৩ সালের পর ২০৩১ সাল পর্যন্ত ৮ বছরের একটি সাইকেল তৈরি করলো আইসিসি। এই আট বছরে ২টি বিশ্বকাপ, চারটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সঙ্গে আরও অতিরিক্ত দুটি (নারী ও পুরুষ- উভয় ক্ষেত্রে) টুর্নামেন্ট আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাটি। আইসিসির ইচ্ছে, প্রতি বছরই যেন আইসিসি কর্তৃক একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যায়। এর ফলে, খেলার ধারাবাহিকতা থাকতে বলে মনে করছে আইসিসি। ক্রিকেটও এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি উপকৃত হতে পারবে বলে তাদের বিশ্বাস। আবুধাবিতে চলা সপ্তাহ ব্যাপি দীর্ঘ বৈঠক শেষে সোমবার আইসিসি যে সিদ্ধান্তগুলো ঘোষণা দিয়েছে, সেখানেই দেখা যাচ্ছে তারা একটি অতিরিক্ত টুর্নামেন্ট আয়োজন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের পরই বর্তমান চলমান সাইকেল (চার বছরের) শেষ হবে। এরপরই নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।
ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানাচ্ছে, অতিরিক্ত যে একটি টুর্নামেন্ট যোগ করতে চাচ্ছে আইসিসি, সেটা হতে পারে ৫০ ওভারের ফরম্যাটের এবং টুর্নামেন্টটা আয়োজন করা হতে পারে ৬টি দল নিয়ে। অর্থাৎ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একটি ছোট সংস্করণ বলা যেতে পারে তাকে। আইসিসি বৈঠকে উপস্থিত ছিল এমন কয়েকটি সূত্রই ক্রিনাইনফোকে জানিয়েছে এসব তথ্য। আইসিসি চেয়ারম্যান শশাংক মনোহর বলছেন, 'আমরা নানা বিকল্প খতিয়ে দেখেছি। আমরা মনে করি, এইভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারলে ক্রীড়াসূচিতে ধারাবাহিকতা আনা যাবে। ভবিষ্যতেও ক্রিকেট এর ফলে উপকৃত হবে।' অথচ, এমন কোনো টুর্নামেন্ট ক্রীড়া সূচিতে যোগ করার ব্যাপারে আইসিসির প্রস্তাব কিংবা সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। তারা আগে থেকেই ছিল এর বিপক্ষে। বিসিসিআইর নর্ব নির্বাচিত সভাপতি (ইলেক্ট) সৌরভ গাঙ্গুলি তার মনোনয়ন জমা দেয়ার পর মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রথম যেটা জানিয়েছেন, সেটা হচ্ছে- তিনি আইসিসি থেকে প্রাপ্ত ভারতের রাজস্ব পূর্ণবিবেচনা করে দেখবেন। সৌরভ গাঙ্গুলি শুরুতেই বলে দিয়েছেন, আইসিসির রাজস্ব আয়ের ৭০ ভাগই আসে ভারত থেকে। সুতরাং, রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভারতের সঠিক প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে। এর অন্যথা হবে না। আইসিসির বৈঠকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিরা অনুরোধ জানিয়ে এসেছিল, নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আরেকটু সময় দিতে। কারণ, বিসিসিআই'র নতুন নির্বাচিত বোর্ড গঠন হবে খুব শিগগিরই (২৩ অক্টোবর)। তারা এসে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে সব বিষয়ে। আইসিসি যে প্রস্তাব রাখছে, সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার বিসিসিআই ছেড়ে দিতে চেয়েছিল পরবর্তী নির্বাচিত কমিটির ওপর। কিন্তু আইসিসি সে সব আপত্তি কানেই তুললো না। নতুন একটি বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট আয়োজন করার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে। এরই মধ্যে ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানতে পেরেছে,

বিসিসিআই'র প্রধান নির্বাহী রাহুল জোহরি একটি ই-মেইল পাঠিয়েছেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী মানু সাওনির কাছে। যেখানে বিসিসিআইর পক্ষ থেকে উদ্বেগ জানানো হয়েছে যে, নতুন টুর্নামেন্ট অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত দ্বি-পাক্ষিক সিরিজগুলো আয়োজনের ক্ষেত্রে বড় বাধার সৃষ্টি করবে। রাহুল জোহরি হালকা হুমকির মুখেই আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছে, যদি পরবর্তী এফটিপি (ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম) ইতোমধ্যেই তৈরি করা হয়ে থাকে কাউকে জানানো ছাড়া কিংবা কারো আপত্তি গ্রাহ্য করে, তবে সেটা শুধু অপরিপক্কই হবে না, তা হবে দ্বি-পাক্ষিক সিরিজগুলো আয়োজনের ক্ষেত্রে হবে অনেক বড় প্রতিক্রিয়া।

ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন ডিসেম্বরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি। পাসপোর্ট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে জানিয়ে ফারুক খান বলেন, 'আগামী ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করবেন। জানুয়ারি থেকেই পাসপোর্ট দেয়া শুরু হবে। এই প্রসেস শেষ করতে পাঁচ-ছয় বছর লাগবে। জার্মানির কোম্পানির সঙ্গে এ জন্য একটি চুক্তি হয়েছে। যতদিন না এ পাসপোর্ট শেষ হবে তত দিন এমআরপি পাসপোর্ট চালু থাকবে। ই-পাসপোর্ট একবারে ১০ বছরের জন্য দেয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রধান কার্যালয়সহ ঢাকার তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে ই-পাসপোর্ট প্রদান করা হবে। এরপর সারাদেশে ও পরে বিদেশ থেকেও ই-পাসপোর্ট দেয়া হবে।' প্রবাসীদের পাসপোর্ট ইস্যু দেরি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ১৫ দিনের মধ্যেই তাদের পাসপোর্ট দেয়ার সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি। ১৫ দিনের বেশি দেরি হলে কেন দেরি হচ্ছে এটা প্রবাসীদের জানানোর জন্য একটি অ্যাপস চালুর সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি। এ বিষয়ে কমিটির সভাপতি বলেন, 'পাসপোর্ট প্রদানের জন্য আমরা একটি অ্যাপস চালুর পরামর্শ দিয়েছি। এখানে পাসপোর্টের সর্বশেষ স্ট্যাটাস থাকবে। কেন পাসপোর্ট প্রদানে কেন দেরি হচ্ছে কতটা সময় লাগবে তা সেখানে উল্লেখ থাকবে।'

পণ্যের মূল্য তালিকা না থাকায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল জাব্বার মন্ডল বলেন, ব্যবসা করতে হলে আইন মানতে হবে। ক্রেতারা সহজে দেখতে পায় এমন জায়গায় মূল্য তালিকা টাঙিয়ে রাখতে হবে। প্যাকেটজাত পণ্যের মোড়কেও থাকতে হবে মূল্য ও উৎপাদন এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ। যদি মূল্য লেখা না থাকে তাহলেই গুণতে হবে জরিমানা। আজকে অভিযানে এমন অভিযোগে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এর মধ্যে পণ্যের মূল্য তালিকা না থাকা ও বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রির অপরাধে শ্যামবাজারের মেসার্স পারী এন্টারপ্রাইজকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ওয়ারীর পারিস বাকেজকে ৫০ হাজার টাকা, গেন্ডারিয়া এলাকার বোঘে কনফেকশনারিকে ৩০ হাজার টাকা এবং তানিমস সুইট এন্ড বেকারিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

কুলাউড়ায় ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা : মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার দক্ষিণবাজার, নবাবগঞ্জ রোড ও তার আশপাশের এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ২টা থেকে বেলা ৫টা পর্যন্ত ভোক্তা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারায় এ জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন এর নেতৃত্বে অভিযানে সহযোগিতা করেন কুলাউড়া থানার পুলিশ ফোর্স। অভিযানকালে দক্ষিণবাজারে অবস্থিত হেলি স্টোরকে ২ হাজার টাকা, নবাবগঞ্জ রোডে অবস্থিত স্বর্ণা ভেরাইটিজ স্টোরকে ২ হাজার টাকা, দক্ষিণবাজারে অবস্থিত শাহিনা ভেরাইটিজ স্টোরকে ২ হাজার টাকাসহ মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তা আদায় করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন উক্ত অভিযানে মূল্য তালিকা না রাখা, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধনী বিক্রয় করাসহ বিভিন্ন অপরাধে এসকল জরিমানা করেন।

কটিয়াদীতে ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা : ভেজালবিরোধী অভিযান চালিয়ে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় তিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। মঙ্গলবার দুপুরে কটিয়াদী বাজারে অভিযান চালিয়ে তাদের জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ইব্রাহীম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কটিয়াদী পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক দিলারুল আলম রাসেলসহ জেলা পুলিশ সদস্যরা। ইব্রাহীম হোসেন জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রক্রিয়াকরণের জন্য 'রাজলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডার'কে ২০ হাজার টাকা ও 'জগবন্ধু মিষ্টান্ন ভান্ডার'কে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির করায় স্থানীয় শুকদেব ফার্মেসিকে ৫ হাজার জরিমানা করা হয়।

অভিযানে পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

হটলাইন চালু করতে দুই মাস সময় চায় ভোক্তা অধিদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক

খাদ্যপণ্যসহ অন্য পণ্যের মানের বিষয়ে ভোক্তাদের সার্বক্ষণিক (২৪ ঘণ্টা) সেবা দিতে হটলাইন চালুর বিষয়ে হাইকোর্টে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় তারা হটলাইন চালুর জন্য দুই মাস সময় চেয়েছে। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে ১৭ ডিসেম্বর পরবর্তী দিন ঠিক করেছেন।

অগ্রগতি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হট লাইন চালুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পেয়ে ইতোমধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এখন আইন অনুযায়ী দরপত্র প্রক্রিয়ার কাজ শেষ করে হটলাইন স্থাপন ও চালু করা হবে। এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল এবং আদেশের জন্য ১৭ ডিসেম্বর দিন ঠিক করেছেন আদালত।

হটলাইন চালুর অগ্রগতি প্রতিবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিট আবেদনের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন খান। আর নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম ও ভোক্তা অধিকারের পক্ষে ছিলেন কামরুজ্জামান কচি। কামরুজ্জামান কচি সাংবাদিকদের বলেন, গত ২৭ আগস্টের আদেশের প্রেক্ষিতে আমরা হটলাইন চালুতে কী করেছি তার অগ্রগতি প্রতিবেদন দিয়েছি। আমরা টেন্ডার নোটিশ করেছি। এর মধ্যে ৯ কোম্পানির প্রস্তাবনা পেয়েছি। প্রাথমিকভাবে ৫ কোম্পানিকে সিলেক্ট করেছি। এরপর ২৮ দিন সময় নিতে হয়। যাচাই বাছাই করে একজনকে অ্যাওয়ার্ড দিব। আদালত ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে আপডেট দিতে বলেছে।

শিহাব উদ্দিন খান বলেন, তারা হটলাইন স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছেন বলে আদালতে জানিয়েছেন। এখন টেন্ডার প্রক্রিয়া ও স্থাপনের কাজ শেষ করার জন্য সময় নিয়েছেন। আদালত বলেছেন হটলাইন চালুর বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে। সম্ভব হলে প্রধানমন্ত্রীকে অতিথি করে এ হটলাইন চালু করতে।

এর আগে গত ২৭ আগস্ট ৩ মাসের মধ্যে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে হটলাইন চালু করতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। এ জন্য কোনো প্রকার অজুহাত ছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবেন। এ বিষয়ে ১৫ অক্টোবর অগ্রগতি জানাতে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত। সে অনুসারে মঙ্গলবার অগ্রগতি প্রতিবেদন দেয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এর আগে এক আদেশে গত ১৬ জুন হাইকোর্ট দুই মাসের মধ্যে একটি হটলাইন সেবা চালু করতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ আদেশের পর ২০ আগস্ট ভোক্তা অধিকারের আইনজীবী আদালতে একটি আবেদন দিয়ে জানান, এ জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। বিএসটিআইয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া নামি-দামি কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের নিম্নমানের (সাব-স্ট্যান্ডার্ড) পণ্য বাজার থেকে সরাতে করা এক রিটের শুনানিতে গত ১৬ জুন ঐ আদেশ দেয়া হয়। গত ৮ মে ভোক্তা অধিকার সংস্থা 'কনসাস কনজুমার্স সোসাইটির (সিসিএস) নির্বাহী পরিচালক পলাশ মাহমুদের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন খান ঐ রিট করেন।

লিজিং কোম্পানিগুলোর দুরবস্থা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৬৫ শতাংশ। প্রয়োজনের তুলনায় প্রতিষ্ঠানটির মূলধন কম রয়েছে ২০ কোটি টাকা। প্রতিশন খাতটির কারণে জরিমানাও গুনতে হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটিকে।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে দেশের সব অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/লিজিং কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠক হয়। এই বৈঠকের রেকর্ড অব নোটসে বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেন ও কোথায় ব্যর্থ হচ্ছে তা দ্রুত বের করতে হবে। কেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ঋণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না তা দেখতে হবে। যথাযথ জামানত গ্রহণ নিশ্চিত করে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই ঋণ দিতে হবে, নতুবা নয়। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্পমেয়াদি আমানত গ্রহণ করে দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ করছে, ফলে এতে একটি অসঙ্গতি দেখা দিচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী এসব প্রতিষ্ঠানে সুদের উচ্চ হার নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন ঐ বৈঠকে।

বৈঠকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব আসাদুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স পাওয়া রাষ্ট্রমালিকানাধীন তিনটি লিজিং কোম্পানিসহ মোট ৩৪টি লিজিং কোম্পানি বর্তমানে দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। লিজিং কোম্পানিগুলো কর্তৃক গ্রাহকদের মেয়াদি আমানতের টাকা যথাসময়ে ফেরত না দেয়া বা ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির করা হচ্ছে বলে সংবাদমাধ্যমসহ নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে। ভুক্তভোগী গ্রাহকরা বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে বিষয়টি প্রতিকারের জন্য বারবার আবেদন ও অভিযোগ করছেন। এ প্রেক্ষাপটে গ্রাহকদের মেয়াদোত্তীর্ণ আমানত সুদসহ ফেরত দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবীর লিজিং কোম্পানির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে বৈঠকে বলেন, 'লিজিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে পিপলস লিজিং কোম্পানি অবসায়ন করা হয়েছে। বাকি দু'টি প্রতিষ্ঠানের অবস্থার উন্নতি না হলে একই ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

আর্থিক খাত বর্তমানে কঠোরে আক্রান্ত, এ কথা উল্লেখ করে ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান বলেন, ইনসাইডার লেনডিংয়ের কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে। প্রিমিয়ার লিজিংয়ের চেয়ারম্যান এ জেড এম আকরামুল হক বলেন, 'অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/লিজিং কোম্পানিগুলো তারুণ্য সংকটে ভুগছে। এর মূল কারণ খেলাপি ঋণের আধিক্য এবং বহিরাগত প্রেশার গ্রুপ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিয়মবহির্ভূত কাজ। বিআইএফএফএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ এখলাসুর রহমান বলেন, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/লিজিং কোম্পানির মালিক তাদের প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত ঋণ হিসেবে নিয়ে চলে গেছেন। এর ফলে উচ্চ মাত্রার খেলাপি ঋণের সৃষ্টি হয়েছে। এসব মালিকের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অবিলম্বে ফৌজদারি মামলা করার পরামর্শ দেন তিনি।

ছদ্মবেশে দুদকের অভিযান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চাইলে ৫০০ টাকা গ্রহণ করে তাকে সে সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া অভিযানে দুদক টিম বন্দিদের নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রমাণ পায়। সার্বিক বিবেচনায় কারাগার পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য পাওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের সুপারিশ করে কমিশনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে দুদক টিম। মঙ্গলবার ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে আরও পাঁচটি অভিযান পরিচালনা হয়েছে।

এর মধ্যে ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা দেওয়ায় অনিয়মের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করে দুদক।

দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে একজন ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন, উল্লিখিত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকরা যথাসময়ে আসেন না। রোগীরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষায় থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডাক্তাররা অনুপস্থিত থাকেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রাম প্রসাদ মন্ডলের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানকালে দুইজন ডাক্তারকে অনুমোদিত ছুটি ছাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনুপস্থিত পায় টিম। এছাড়া কমপ্লেক্সের বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার প্রিন্ট মেশিন যাচাই করে অনেক ডাক্তার নির্ধারিত সময়ের পরে আসেন এবং সময় শেষ হওয়ার অনেক আগেই চলে যান এমন তথ্য পায়।

ঘুমন্ত তুহিনকে কোলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্বীকার করেন তারা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান আরও বলেন, রোববার রাত আড়াইটার দিকে বাবা আব্দুল বাছির তুহিনকে কোলে করে ঘরের বাইরে নিয়ে যান। পরে চাচা নাছির উদ্দিন ও চাচাতো ভাই শাহরিয়ার তুহিনকে খুন করেন। পরে তুহিনের কান ও লিঙ্গ কেটে খাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ সময় তুহিনের বাবার সহযোগিতা করেছিলেন। তার সামনেই শিশু তুহিনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় তুহিনের বাবাসহ থানায় নিয়ে পাঁচজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতেই তুহিনকে খুন করা হয় বলে পুলিশকে জানান বাবা ও চাচা।

সোমবার সন্ধ্যায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান জানিয়েছিলেন, শিশু তুহিন হত্যায় পরিবারের লোকজন জড়িত। তুহিন হত্যাকাণ্ডে তার পরিবারের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসে। তুহিনকে কেন মারা হয়েছে, কীভাবে মারা হয়েছে, কয়জনে মেরেছে পুরো ঘটনা জানা গেছে। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে এখন কিছু বলব না। তবে শিগগিরই আদালতের মাধ্যমে পুলিশ রেকর্ড দিয়েই আসামিদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার তাদের আদালতে নিয়ে জবানবন্দি নেয়া হয়। এর আগে তুহিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার বাবাসহ তিনজনকে তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। বিকেলে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামকান্ত সিনহা তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বেরিয়ে আসছে পাগলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাউজিং কমপ্লেক্স গড়ে তোলেন। তিনটি প্লটে নির্মিত ছয়তলা তিনটি ভবনের মধ্যে দু'টির মালিক তিনি। দু'টি ভবনে তার ২৫টি ফ্ল্যাট রয়েছে।

অন্যগুলো তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। কমপ্লেক্সের অপর ভবনের মালিক লুৎফর রহমান। মিজানের কাছ থেকে প্লট কিনে তিনি ভবন নির্মাণ করেছেন।

মোহাম্মদপুরে সরকারি জমিতে তিনি দু'টি ভবন নির্মাণ করেছেন। ভবন দু'টিতে তার ২৫টি ফ্ল্যাট রয়েছে। এছাড়া নয়াপল্টনে মিজানের মালিকানাধীন ছয়তলা বাড়ি, মোহাম্মদপুরে ১০ কাঠা ও গাজীপুরে ৩৫ কাঠার প্লট রয়েছে। অভিযান শেষে ঢাকার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদে তিনি এসব তথ্য জানান। মানি লন্ডারিং আইনে করা মামলায় শনিবার পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) পাগলা মিজানকে সাত দিনের রিমান্ডে নিয়েছে। সোমবার ছিল রিমান্ডের দ্বিতীয় দিন। এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পরিদর্শক মো. গিয়াস উদ্দিন বলেন, মিজানকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে তিনি অনেক তথ্য দিয়েছেন। তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। জানা গেছে, মোহাম্মদপুর এলাকায় পাগলা মিজান একজন দখলবাজ হিসেবে পরিচিত। স্বপ্নপুরীর হাউজিং কমপ্লেক্সের সামনের মাঠটিও তিনি দখলে নিয়েছেন।

মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধের পাশে ৩০ কাঠার একটি প্লট দখল করে গড়ে তুলেছেন মার্কেট। এছাড়া মোহাম্মদপুর সমবায় মার্কেট ও জেনেভা ক্যাম্পের টোল মার্কেটও তার দখলে। সিটি কর্পোরেশনের নাম করে এসব মার্কেট থেকে তিনি মোটা অঙ্কের চাঁদা তোলেন।

র‍্যাব বলছে, ১৫ বছর ধরে মিজানের কোনো বৈধ আয়ের উৎস নেই। অথচ এ সময় তিনি অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসেও তিনি বাড়ি কিনেছেন। বিভিন্ন মার্কেট দখল করে চাঁদাবাজি এবং ফুটপাতে চাঁদাবাজি করতেন মিজান। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে কোনো নির্মাণ কাজ করতে হলে তাকে মোটা অংকের চাঁদা দিতে হতো। জেনেভা ক্যাম্পে মাদক ব্যবসার সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। মানি লন্ডারিং আইনের মামলার তদন্ত সংস্থা সিআইডি বলছে, মিজান জিজ্ঞাসাবাদে তার সম্পদের আংশিক তথ্য দিয়েছেন। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া সম্পদের সঙ্গে তার দেয়া তথ্যের মিল নেই।

ক্ষুদে বার্তায় ইউএনও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সময় ০১৯৩৬৪৯৪৪৩৬ নম্বর থেকে হুমকি দিয়ে ক্ষুদে বার্তা পাঠানো হয়। বার্তায় ইউএনওকে 'লাশ ফেলে' দেওয়ার কথা বলা হয়। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবগত করে সোমবার ঈশ্বরগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন ইউএনও উম্মে রুমানা তুয়া।

ইউএনও উম্মে রুমানা তুয়া বলেন, সরকারি নম্বরে হত্যার হুমকি দিয়ে ক্ষুদেবার্তা পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। জিডির তদন্ত কর্মকর্তা ঈশ্বরগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জয়নাল আবেদীন সরকার বলেন, প্রযুক্তির সহায়তায় হুমকি দেওয়া নম্বরটির অবস্থান শনাক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। দ্রুত অভিযুক্তকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

চূড়ান্ত হয়নি নকশা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পের কাজে কাঙ্ক্ষিত গতি আসছে না। গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের ওপর 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র (পিইসি) সভা। এতে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন প্রকল্প কর্মকর্তারা।

নকশা জটিলতা: পিইসি সভার একটি সূত্র জানিয়েছে, রেল সংযোগ স্থাপনের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে নকশা জটিলতা। সেতুর সঙ্গে রেলপথের সংযোগ ঘটানোর জন্য সেতুর দুই পাড়ে নির্মাণ করতে হবে দীর্ঘ অ্যাপ্রোচ (উড়ালপথ)। এ অ্যাপ্রোচের পাইল নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১৫টি ট্রায়াল পাইল করা হয়েছে, যার মধ্যে সন্তোষজনক ছিল মাত্র চারটি।

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উড়ালপথটি নির্মাণ করা হবে পিয়ারের ওপর। এই পিয়ারগুলোকে শক্ত কাঠামো দেবে একাধিক পাইল। মূল সেতুর প্রতিটি পিয়ারে ছয়-সাতটি করে পাইল করা হয়েছে। প্রতিটি পাইল নদীর তলদেশে ৩০-৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে। উড়ালপথের অ্যাপ্রোচের জন্যও কমবেশি একই গভীরতায় পিয়ারের পাইল করতে হবে। তবে নদীর তলদেশের মাটির গঠনে ভিন্নতা থাকায় এখনো সেতুলোর নকশা চূড়ান্ত হয়নি। প্রকল্প কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে এ সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দলের পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিশেষজ্ঞরাও কাজ করছেন। ২ ও ৩ নম্বর অ্যাপ্রোচে পাইলের সমস্যা সমাধানের জন্য ইতালির প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান এইকমেরও (এআইসিওএম) শরণাপন্ন হয়েছে রেলওয়ে। প্রতিষ্ঠানটি পদ্মা সেতুর নকশা তৈরি করে দিয়েছিল। রেলওয়ে অ্যাপ্রোচের জন্য এইকম পাইলের গভীরতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প কর্মকর্তারা। নকশা জটিলতার বিষয়ে জানতে চাইলে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের পরিচালক গোলাম ফখরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, অ্যাপ্রোচের নকশা নিয়ে আমরা কাজ করছি। এটি চূড়ান্ত করতে খুব বেশিদিন লাগবে না।

বাড়তি জমি অধিগ্রহণ: পদ্মা সেতু রেল সংযোগের নির্মাণকাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড (সিআরইসি)। রেলপথটি নির্মাণে তারা যে নকশা তৈরি করেছে, তাতে নতুন করে প্রায় ৩০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। নতুন করে জমি অধিগ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন। অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রকল্প বাস্তবায়নকে দীর্ঘায়িত করবে বলে মনে করছেন রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

নতুন করে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আপাতত প্রকল্পের 'প্রাইস কনটিনজেন্সি' খাত থেকে নির্বাহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫ শতাংশের মধ্যেই নতুন করে জমি অধিগ্রহণে ব্যয় করা হবে। প্রকল্পটিতে বর্তমানে ব্যয় হচ্ছে ৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা। এর ৫ শতাংশ হলে নতুন করে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য দরকার হবে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। এ টাকা পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সংশোধন করে সমন্বয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

পর্যাপ্ত জমির অভাবে অভ্যন্তরীণ পরিষেবা স্থানান্তরের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রেলপথটির ঢাকা-পাগলা অংশে বেশকিছু ডাম্পিং এলাকা রয়েছে, যেগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে স্থানান্তর প্রয়োজন। পাশাপাশি আরো কয়েকটি স্থানে পরিষেবা স্থানান্তরের কাজ থমকে আছে প্রয়োজনীয় জমির অভাবে।

এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, জমি অধিগ্রহণের জন্য বাড়তি অর্থের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গত ১৪ আগস্ট পরিকল্পনা কমিশন বরাবর চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কারণে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যাবে কিনা, জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, 'না। এ কারণে কোনো ব্যয় বাড়ছে না।' তাহলে বাড়তি অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রকল্পের মধ্যেই এ পরিমাণ অর্থের সংস্থান আছে। বাড়তি অর্থের দরকার হবে না।

চীনা সরঞ্জাম চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে চীনের এক্সিম ব্যাংক। অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানটি চাইছে, রেলপথটির সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশনের যেসব যন্ত্রপাতি দরকার হবে, বাংলাদেশ রেলওয়ে যেন সেগুলো চীনা কোম্পানি ক্যাসকোর কাছ থেকে নেয়। তবে রেলওয়ের কর্মকর্তা বলছেন, চুক্তিপত্রে যে ধরনের যন্ত্রপাতির কথা উল্লেখ আছে, সেগুলোর সঙ্গে ক্যাসকোর যন্ত্রপাতির খুব একটা মিল নেই। এজন্য তারা বিষয়টিতে আপত্তি তুলেছেন।

রেলওয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ক্যাসকোর তৈরি সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে রেলপথটিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরিচালন ব্যয়ের পাশাপাশি বাড়তে পারে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও। এসব যন্ত্রপাতি চীনের ক্যাসকো নাকি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কেনা হবে, তা এখনো চূড়ান্ত নয়। এটিও প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত করতে পারে বলে আশংকা রেলওয়ে কর্মকর্তাদের।

নকশা পরিবর্তন: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে ১৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের পাশাপাশি নির্মাণ করা হচ্ছে ১৪টি নতুন স্টেশন। এর মধ্যে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী স্টেশন থেকে টুঙ্গিপাড়া স্টেশনটি হওয়ার কথা ছিল দুই লাইনের। বর্তমানে এটি চার লাইন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি মধুমতি স

দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ
The Daily Panjeree

ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন ডিসেম্বরে, বিতরণ জানুয়ারিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
চলতি বছরের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুল প্রত্যাশিত ই- পাসপোর্টের উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খান।
তিনি বলেন, ই-পাসপোর্ট উদ্বোধনের পর জানুয়ারি থেকে এটি দেয়া হবে। প্রথমে পাবেন ফরেন সার্ভিসের ক্যাডাররা। এরপর রাজধানী ঢাকারবাসীর পর পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এটি চালু হবে।
মঙ্গলবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সপ্তম বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ ও মেজর জেনারেল মো. মাসুদ রেজওয়ান সংসদীয় কমিটিকে এ তথ্য জানিয়েছেন বলে জানান ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৯৮ ■ ঢাকা বুধবার ■ ১৬ অক্টোবর ২০১৯ ■ ৩১ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ১৬ সফর ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা

লিজিং কোম্পানিগুলোর দুরবস্থা ব্যবস্থা নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸
দেশের ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কঠিন সময় অতিক্রম করছে। বিশেষ করে, কিছু লিজিং কোম্পানির অবস্থা খুবই শোচনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠিন ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
সূত্র জানায়, নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে অনেক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভালো অবস্থায় নেই। এসবের মধ্যে দু'টি লিজিং কোম্পানির অবস্থা খুবই খারাপ। বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোনো সময় এ কোম্পানিগুলো অবসায়ন করতে পারে। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/লিজিং কোম্পানির মালিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত ঋণ হিসেবে নিয়ে গেছেন। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাত্রার খেলাপি ঋণ সৃষ্টি হয়েছে। এসব অনিয়মের কারণে ইতোমধ্যে পিপলস লিজিং নামের একটি কোম্পানি অবসায়নের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ৩৫টি লিজিং কোম্পানি প্রায় ৮৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করছে। এর মধ্যে ৪৫ শতাংশ শিল্প খাত, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এবং আবাসন খাতসহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। লিজিং কোম্পানিগুলো কোনো চেক, ডিমান্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইস্যু বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা করতে পারে না।
২০১৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেডের বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়ম ধরা পড়ে। এ ছাড়াও পিপলস লিজিং, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।
সূত্র জানায়, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বিআইএফসি, পিপলস লিজিং ও ফার্স্ট ফাইন্যান্সের। বিআইএফসির ঋণের ৯৬ শতাংশ খেলাপি। কোনো পরিচালন আয় না থাকায় প্রতি মাসে গড়ে সাড়ে ৬ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির। কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার মূলধন রাখার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিআইএফসিতে রয়েছে মাত্র ২৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ খেলাপি ঋণ রয়েছে পিপলস লিজিংয়ের। গত বছর প্রতিষ্ঠানটির লোকসান হয় ৫০ কোটি টাকা। আর ফার্স্ট ফাইন্যান্সের খেলাপি ঋণ রয়েছে ৪৯ দশমিক ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

পণ্যের মূল্য তালিকা না থাকায় সোয়া ১ লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ক্রেতারা সহজে দেখতে পায় এমন জায়গায় মূল্য তালিকা না রাখা এবং পণ্যের মোড়কে মূল্য, উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় চার প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার রাজধানীর সূত্রাপুর শ্যামবাজার, ওয়ারী ও গেন্ডারিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাজার মিনিটরিং টিম। অভিযানের নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আব্দুল জাব্বার মন্ডল। এ সময় বাণিজ্য ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন এর নেতৃত্বে মঙ্গলবার মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে —পাঞ্জেরী

হটলাইন চালু করতে দুই মাস সময় চায় ভোক্তা অধিদপ্তর : পৃষ্ঠা-৭

ছদ্মবেশে দুদকের অভিযান, মৌলভীবাজার কারাগারে অনিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে মৌলভীবাজার কারাগারের অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কারাগারের দর্শনার্থীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা গ্রহণ ও নিম্নমানের খাবার সরবরাহের অভিযোগে এ অভিযান পরিচালনা করেছে সংস্থাটি।
দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে আসা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয় থেকে মঙ্গলবার এ অভিযান পরিচালিত হয়।
জানা গেছে, অভিযান পরিচালনাকারী টিমের এক সদস্য পরিচয় গোপন করে দর্শনার্থী হিসেবে আসামির সঙ্গে দেখা করতে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়

প্রধান সহকারী ও অফিস সহকারীর বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি ▸
ফরিদপুর জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের প্রধান সহকারী ও রাজবাড়ী জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের প্রাক্তন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে কর্মরত কমল কান্তি ধর ও তার স্ত্রী রাজবাড়ী জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে কর্মরত সুতপা রায় তপুর বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকার মালিক হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দীর্ঘ ৭ বছর একই কর্মস্থলে থেকে কমল ও সুতপা দম্পতি বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাজবাড়ী ও ফরিদপুর শহরে ১০টি ফ্ল্যাট ও ২টি দোকানের মালিক হয়েছেন। তবে নিজের দুর্নীতি ঢাকতে কমল কান্তি ধর ৬টি ফ্ল্যাট ও দোকান তার স্ত্রীর ভাই অনুপম রায়ের নামে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন বলে জানা গেছে।
একজন নকলনবীশকে অস্থায়ীভাবে যোগদানের ১০-১৫ বছর পর মোহরার পদে চাকরি স্থায়ী করতে ২০ লাখ টাকা কমলের মাধ্যমে আইজিআর অফিসকে দিতে হয় বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। সেখান থেকেও কমল কান্তি ধর মোটা অংকের কমিশন পান বলে জানিয়েছেন রাজবাড়ী সদর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের প্রাক্তন অফিস সহকারী গুরুদাস হালদার ও গোয়ালন্দ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে কর্মরত মোহরার ওয়াসীমা।
এছাড়াও জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে মাসিক মাসোহারা, বদলির তদবির ও বিভিন্ন পদে নিয়োগ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘুমন্ত তুহিনকে কোলে করে নিয়ে আসেন বাবা খুন করেন চাচা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় শিশু তুহিনকে বাবা ও চাচা মিলেই খুন করেছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তুহিন হত্যার বিষয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান।
মিজানুর রহমান বলেন, পুলিশের কাছে শিশু তুহিন হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছেন বাবা ও চাচা। হত্যার ঘটনায় সুনামগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তুহিনের চাচা নাছির উদ্দিন ও চাচাতো ভাই শাহ-রিয়ার। আদালতে হত্যার ঘটনায় জড়িত বলে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

মালিন্দো এয়ারলাইনসে যাত্রী হয়রানির অভিযোগ ২২ মাসেও নিষ্পত্তি হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
২০১৭ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে দায়ের করা মালিন্দো এয়ারলাইনসের বিরুদ্ধে যাত্রী হয়রানির অভিযোগের পর সময় পেরিয়ে গেছে ২২ মাস। চার দফা শুনানির পরও নিষ্পত্তি হয়নি অভিযোগ। ভুক্তভোগীর দাবি বিচারের, অন্যদিকে মালিন্দো এয়ারলাইনস চাচ্ছে আপস করতে। আর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে, শিগগিরই যেকোনও সময়ে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে দায়ের করা অভিযোগে ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাহী পরিচালক মাইমুন উর রশিদ মোস্তফা জানান, ব্যবসায়িক কাজে ২০১৭ সালের ২০ নভেম্বর তার ট্রাভেল এজেন্ট ফ্লাইয়ার্স জোন ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরের মাধ্যমে ২৬ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে জাকার্তার রিটার্ন টিকিট কেনেন। ১ ডিসেম্বর দিবাগত রাত পৌনে একটায় তার ফ্লাইট ছিল। পরিবারের জরুরি একটি প্রোগ্রাম থাকা এবং ইন্দোনেশিয়ায় পরপর কয়েকদিন জরুরি মিটিং থাকার কারণে অন্য কোনও ফ্লাইট না থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়ে এই ফ্লাইটের টিকিট কাটেন মাইমুন। ফ্লাইটের একদিন আগে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বেরিয়ে আসছে পাগলা মিজানের অবৈধ সম্পদের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) ৩২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান মিজান ওরফে পাগলা মিজানের অবৈধ সম্পদের তথ্য একে একে বেরিয়ে আসছে।
১৯৯৬ সালে মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়ার 'বি' ব্লকে পাগলা মিজান সরকারি জমি দখল করে স্বপ্নপুরী ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্ষুদে বার্তায় ইউএনও রুমানাকে হত্যার হুমকি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ▸
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উম্মে রুমানা তুয়াকে হত্যার হুমকি দিয়ে ক্ষুদেবার্তা পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনার দুই দিন পেরিয়ে গেলে হুমকি দাতাকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।
ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর যোগদান করেন রুমানা তুয়া। ৩০তম বিসিএসের এ কর্মকর্তার সরকারি মুঠোফোনের নম্বরে গত রোববার বিকেল ৫ টা ৪৮ মিনিটের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ

চূড়ান্ত হয়নি নকশা, প্রয়োজন আরো জমি অধিগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরুর এক বছর পার হতে চলেছে। কিন্তু নকশাই চূড়ান্ত হয়নি এখনো। দেখা দিয়েছে আরো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। সমস্যা রয়েছে ভূগর্ভস্থ পরিষেবা স্থানান্তর নিয়েও। সব মিলিয়ে জটিলতায় পড়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে বড় প্রকল্প পদ্মা সেতু রেল সংযোগের নির্মাণকাজ।
মুন্সীগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরার ওপর দিয়ে নির্মিত হচ্ছে দেশের দীর্ঘতম পদ্মা বহুমুখী সেতু। সরকারের সেতু বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মোটরযান ও ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে সেতুটি নির্মাণ করা হচ্ছে। সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকার সঙ্গে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ১৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। সরকারের সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২১ সালের জুনে চালু হবে পদ্মা সেতু। অন্যদিকে রেল সংযোগ প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত। যদিও বিভিন্ন সমস্যায় ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বেনাপোলে ৭৭ কোটি টাকার স্বর্ণ, মুদ্রা ও মাদক জব্দ

বেনাপোল প্রতিনিধি ▸
বেনাপোলের বিভিন্ন সীমান্ত থেকে ৭৭ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ, রুপা, মার্কিন ডলার, ভারতীয় রুপি ও মাদকদ্রব্য আটক করেছে ৪৯-বিজিবি সদস্যরা।
গত নয় মাসে এসব আটক করা হয়েছে বলে জানান ৪৯-বিজিবির কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল সেলিম রেজা। মঙ্গলবার দুপুরে সীমান্ত সুরক্ষা, মাদক, অস্ত্র ও নারী-শিশু পাচার প্রতিরোধে বিজিবির সঙ্গে স্থানীয় সংবাদকর্মীদের মতবিনিময় সভা হয়। সেখানে এ তথ্য জানান লে. কর্নেল সেলিম রেজা। তিনি আরো বলেন, এ সময় ২৮০ জনের বিরুদ্ধে মামলা ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

চালানে পচা পেঁয়াজের অজুহাত, ৪২ টাকায় কিনে বিক্রি ৭০ টাকায়

চট্টগ্রাম ব্যুরো ▸
মিয়ানমার থেকে আমদানি চালানে নিম্নমানের পেঁয়াজ আসার অজুহাত দেখিয়ে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের পাইকারি বাজারে পণ্যটির দাম বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার সকালেও মিয়ানমার থেকে আসা প্রতিকেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছিল ৭০ টাকায়। যা কেজিপ্রতি ৪২ টাকায় কেনা হয়েছিল। একইভাবে ভারতীয় পেঁয়াজের দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয় খাতুনগঞ্জে।
পেঁয়াজের বাজারে এমন অস্থিরতা মাথাচাড়া দিতেই খাতুনগঞ্জে মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কাস্টমস সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) তৌহিদুল ইসলাম অভিযানে নেতৃত্ব দেন। অভিযানের পর পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজিতে ১০ থেকে ১৫ টাকা করে কমেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
অভিযানের সময় বেশ কয়েকজন আড়তদার ও কমিশন এজেন্ট পালিয়ে যান। আমদানি মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করায় দু'টি প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রতিষ্ঠান দু'টি হচ্ছে- মেসার্স আজমির ভান্ডার এবং শাহ আমানত ট্রেডার্স।
ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল ইসলাম জানান, আজমির ভান্ডারে ৪২ টাকা দরে কেনা মিয়ানমারের পেঁয়াজ পাইকারিতে ৭০ টাকা দরে এবং শাহ আমানত ট্রেডার্সে ৬৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিল। অন্যান্য আড়তে ভারতীয় পুরনো পেঁয়াজ ৭৫ থেকে ৭৯ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল।
'আমরা এর আগেও দুদফা অভিযান পরিচালনা ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

নামাজের সময়সূচি

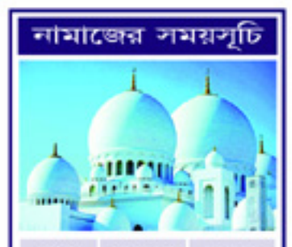

ওয়াক্ত	ওয়াক্ত শুরু	জামাত
ফজর	৪-৪২	০৫-৩০
জোহর	১১-৪৮	০১-১৫
আছর	০৩-৫৬	০৪-৩০
মাগরিব	০৫-৩৭	০৫-৪১
এশা	০৬-৫১	০৭-৪৫

সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

টক ঝাল মিষ্টি

রাজউকের গায়েব হওয়া ৭১ ফাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) গায়েব হওয়া ৭১টি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাজউকের পাশের ভবনে পাঁচতলার একটি কক্ষ থেকে এই ফাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। রাজউকের অ্যানেক্স ভবনের ৫১৪ নম্বর কক্ষ থেকে এই নথিগুলো অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করেন রাজউক চেয়ারম্যান ড. সুলতান আহমেদ। অভিযানে বাড্ডা পুনর্বাসন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের ৭১টি প্লটের নথি উদ্ধার করা হয়েছে সেখান থেকে। এছাড়া ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯

দেশি রোবট দেখতে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ফটক দিয়ে প্রদর্শনীতে প্রবেশ করতেই অভিবাদন জানায় রোবট। এমন রোবট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরো প্রদর্শনী জুড়ে। এসব দেখতে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সব বয়সীদের ভিড়। 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০১৯' এর অন্যতম আকর্ষণ দেশে উদ্ভাবিত এসব রোবট। যারা এই রোবট বানিয়েছে তারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। লি, মাইশা, আরমিনা, আলপনা, টিভেট নামের রোবটগুলো দর্শনার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এ ছাড়াও মেলাতে ড্যান্সিং রোবটের নাচ দেখতে অনেকে ভিড় করছেন। তথ্যপ্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের এই আসর বসেছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। সোমবার থেকে এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। চলবে আজ বুধবার পর্যন্ত। প্রযুক্তিবান্ধব মানুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসেছে প্রদর্শনীতে। এ ছাড়াও নানা শ্রেণিপেশার মানুষরাও ভিড় জমাচ্ছেন ডিজিটাল পণ্য এবং তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দেখতে।
'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০১৯'তে দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় 'ইন্ডাস্ট্রি লিডার সামিট' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠক। আইসিটি খাতে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের বিদেশি মুদ্রা আয়ের পরিমাণ যখন ক্রমশ বাড়ছে, তখন খাত ধরে তাদের খুঁজে এনে উদ্দীপনা দিতে বিডা ও আইসিটি বিভাগকে অনুরোধ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

১৭৬৩ স্কুল-কলেজ এমপিওভুক্ত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
এক হাজার ৭৬৩টি স্কুল ও কলেজকে এমপিওভুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুমোদন পাওয়া এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই তালিকা এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্রমতে, বিদেশে থাকা শিক্ষামন্ত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব দেশে ফিরলে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, স্কুল-কলেজের এমপিওভুক্তির একটি তালিকা গত ৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়। এতে ১ হাজার ৭৬৩টি স্কুল ও কলেজের নাম রয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো সারসংক্ষেপের সঙ্গে ২০১৮ সালের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালাও পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর গত ২৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানতে চাওয়া হয়, কোন মানদণ্ডে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। একইসঙ্গে ২০১৮ সালের নীতিমালার কয়েকটি জায়গায় মুদ্রণজনিত ভুল সংশোধন করারও নির্দেশ দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের চিঠিতে। পরে সে অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মানদণ্ডের ব্যাখ্যা পাঠানো হয়।
এদিকে, এমপিওভুক্তির জন্য ১ হাজারের মতো মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এর আগে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানিয়েছিলেন, প্রায় আড়াই হাজার স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে।
সারাদেশে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

আরামবাগে আড়াই শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সড়ক ও ফুটপাত দখল করে অবৈধভাবে গড়ে তোলা খাবার হোটেল, টং দোকানসহ আড়াই শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।
মঙ্গলবার করপোরেশনের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ভবনের দক্ষিণ ও উত্তর পাশের আরামবাগ কালভার্ট রোড এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।
ডিএসসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইরফান উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়।
ডিএসসিসি ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় সরকারি জমিতে ফজলুল হক মৃধা নামের এক আওয়ামী লীগ নেতার নির্মাণাধীন বহুতল ভবন —পাঞ্জেরী

গাজীপুরের সাব-রেজিস্ট্রার মনিরুলের দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে দুদককে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
গাজীপুর সদরের সাব-রেজিস্ট্রার মো. মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে জমির মূল্য কম দেখিয়ে দলিল রেজিস্ট্রি করার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত করতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে তিনি যাতে দেশত্যাগ করতে না পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দৃষ্টিপাত

মামাকে নানা সাজিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি!

নওগাঁ প্রতিনিধি ▸
নওগাঁর মান্দায় ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে দুলাল হোসেন (৩০) নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত ৬ বছর ধরে তিনি উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার পদে বহাল থেকে সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন করে আসছেন। বর্তমানে নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার উত্তরগ্রাম ইউনিয়নের বামনছাতা ব্লকে কর্মরত রয়েছেন তিনি।
এদিকে বিষয়টি ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ইস্টার্ন ব্যাংকের পৌনে ১২ কোটি টাকা আত্মসাতে ৮ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
নকল সিল ও প্যাডে জাল কাগজ তৈরি করে বিভিন্ন গ্রাহকের ১১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ইস্টার্ন ব্যাংকের (ইবিএল) দুই ব্যবস্থাপকসহ আটজনের বিরুদ্ধে পৃথক আটটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার দুদকের চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছে বলে সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য নিশ্চিত করেছেন।
মামলার আসামিরা হলেন- ইস্টার্ন ব্যাংকের চট্টগ্রামের নিজাম উদ্দিন রোড শাখার ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকারি জমিতে আ.লীগ নেতার বহুতল ভবন!

গাজীপুর প্রতিনিধি ▸
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় ফজলুল হক মৃধা নামের এক আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। তিনি উপজেলার রাজাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা এবং ঢাকার তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি।
শ্রীপুর পৌর কর্তৃপক্ষ ও ভূমি অফিসের তথ্যমতে, ফজলুল হক মৃধার বাড়ি শ্রীপুরের রাজাবাড়ী ইউনিয়নের নার্সারি মাঠ এলাকায়। তার বাবার নাম শামসুদ্দিন মৃধা। ফজলুল শ্রীপুর পৌর শহরে পোস্ট অফিস সংলগ্ন শ্রীপুর মৌজার ১ নম্বর খাস খতিয়ানের ৪৩৫৯, ৪৩৬০, ৪৩৬১ দাগের জমি দখল করে অবৈধভাবে একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করেছেন। ইতোমধ্যে ঐ ভবনের পাঁচতলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এ ছাড়া তিনি তার শ্বশুরবাড়ি সংলগ্ন কেওয়া বাজারে পৌরসভা থেকে পাঁচ তলার অনুমোদন নিয়ে একটি ভবন আট তলা করেছেন।
একটি ভবন সরকারি জমিতে নির্মাণ করা এবং অপরটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উভয় ভবন উচ্ছেদের জন্য শ্রীপুর পৌর প্রশাসন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে শ্রীপুর পৌরসভার মেয়র আনিছুর রহমান ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

টঙ্গী পূর্ব থানা ফের শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত

টঙ্গী প্রতিনিধি ▸
গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গী পূর্ব থানা পর পর তিনবার শ্রেষ্ঠ থানা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় ফের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল